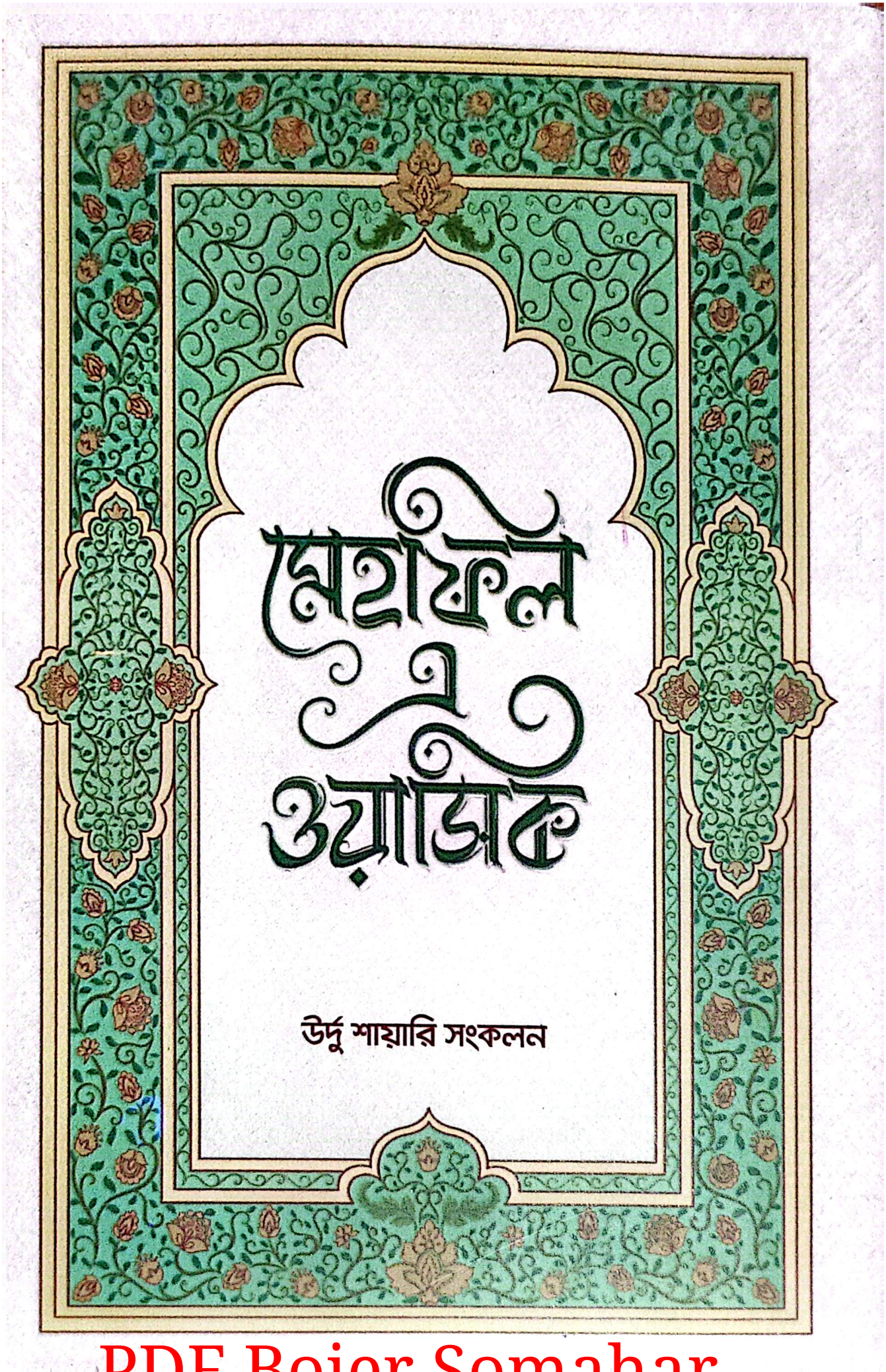
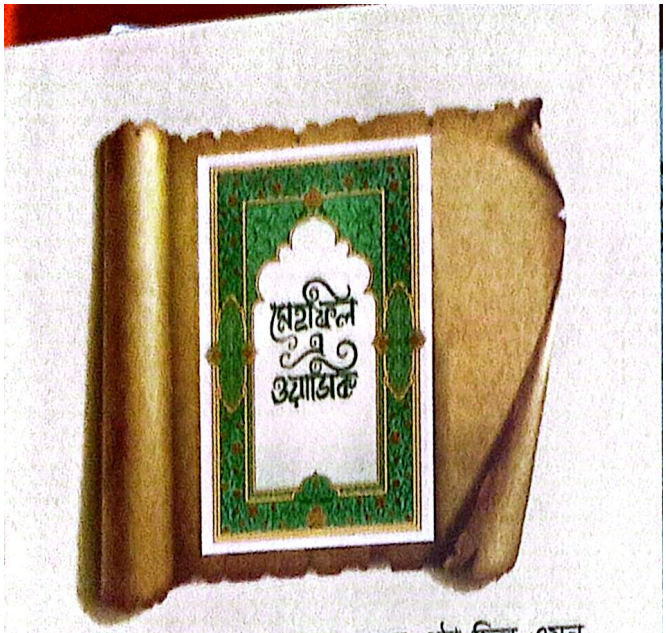


PDF Boier Somahar
Click here to join our telegram channel for more pdf
CamScanner



ছোটবেলা থেকেই আমার বেড়ে ওঠা ছিল এমন এক রুহানী পরিবেশে; বস্তুবাদের চেয়ে আধ্যাত্মিকতাই জড়িয়ে ছিল যার হাওয়া-জলের পরতে পরতে। আমার মরহুম নানাজান ও তাঁর পরিবার ছিলেন সূফী ভাবধারার মানুষ। সারাটা দিন কীভাবে স্রষ্টাকে জীবনযাপনের সঙ্গে একাত্ম করে রাখা যায়- জিকিরে, সুরে, ছন্দে; তা আমার তাঁদের থেকেই দেখা। গজল, মেহফিল, মাওলিদ শব্দগুলোর সাথে আমার পরিচয়ও সেখান থেকেই। শৈশবে নানার মুখে শোনা একখানা গজল আজও আমার কানে বাজে, যার দুটি লাইন-

"সাধক মনোরে সদায় থাকো যোগ ধিয়ানে (ধ্যানে) যোগ
থিয়ানে জ্ঞানও বাড়ে, রাইখো মাওলা স্মরণে"

আমি বিশ্বাস করি ছন্দ, কবিতা ও ভাবের প্রতি আমার যে অনুরাগ - আমার এই সাধনা; তার শেকড়ও সেই রুহানী জমিনের গভীরেই প্রোথিত। আমার সাহিত্যপিয়াসী মন সদা সেই ধিয়ানেই খুঁজে ফেরে মানুষের অন্তরাত্মার আনন্দ-বেদনা, প্রার্থনা-আকুতির সালতামামি। আর এই লাগাতার সৌন্দর্য্যের সন্ধানই আমাকে একদিন টেনে নিয়েছে বিশ্বসাহিত্যের এক আশ্চর্য আসর-

"উর্দু গজল-কবিতার মেহফিলে"

জাহিদ হাসান ওয়াসিক
লেখক ও অনুবাদক

ISBN: 978-984-29176-7-7

মেহফিল ও ওয়াসিক

উর্দু শায়ারি সংকলন

সংকলন ও তরজমায়
জাহিদ হাসান ওয়াসিক

চেতনা প্রকাশন
লেখা ও গবেষণার ভাষায় সাজাই মন

প্রকাশক ▮ মোহাম্মদ আল-আমিন সিকদার
বই অঙ্গন প্রকাশন ॥ ৬৪
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : 01793485725
E-mail : boiangan12345@gmail.com

গ্রন্থস্বত্ব ▮ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ, কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার, ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দন্ডনীয়।

প্রকাশকাল ▮ ১ম মুদ্রণ : নভেম্বর ২০২৫ | ২য় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২৬
৩য় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ৬ষ্ঠ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রচ্ছদ ▮ জাবির মুহাম্মাদ
বর্ণবিন্যাস ▮ সৌরভ প্রসেস
অঙ্গসজ্জা ▮ জাবির মুহাম্মাদ
বানান সংশোধন ▮ মারুফ রুসাফী
মুদ্রণ ▮ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস
বাঁধাই ▮ জেপি বুক বাইন্ডিং
মূল্য ▮ ৩০০ টাকা
ভারত : ৩০০ টাকা বহির্বিশ্ব : $ 5
ISBN ▮ 978-984-29176-7-7

Mehfil-E-Wasiq by Zahid Hasan Wasiq, Published by Boi Angan, 34, Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100, Phone: 01793485725

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com ॥ কাঠগোলাপ বুকস ॥ বিচিত্র - বই ঘর ॥ বই'কা ঘর ॥ গ্রন্থমালা প্রকাশন ॥ বইকথক ॥ বই আছে ॥ BookFest Bangladesh ॥ বুক ফাইল ॥ বুকমার্ক ॥ অক্ষরবন্দী বুকশপ ॥ বই প্রাঙ্গন ॥ পাঠকের ঠিকানা ॥ হিলশা বইঘর ॥ Ettadi Shop.com ॥ Bookverse ॥ সাকসেস বুকশপ ॥ রংতুলি ॥ বই নিবাস ॥ 99 Bookshop ॥ upohar classic বিক্রমপুর বইঘর-এছাড়াও সকল অনলাইন বুকশপে বইটি পাওয়া যাবে।

কলকাতা পরিবেশক :

মল্লিক ব্রাদার্স

৫৫ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

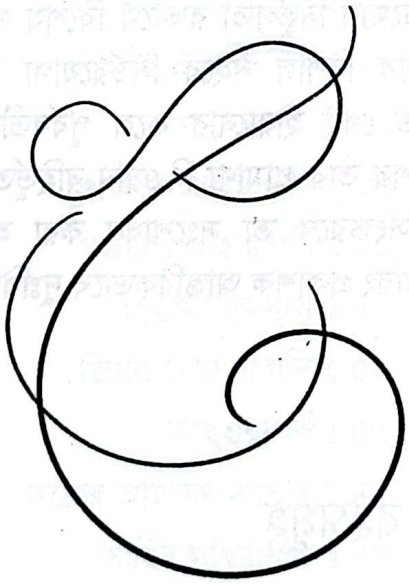
৭০০১৫৩৫১৩৩/৭০০৩৫৭০৬০১

CamScanner

উৎসর্গ

পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের তরজমায়
যার নাম মুখে আসে, যার সুরত চোখে ভাসে

আমার **মা**, আম্মু আপনাকে



স্বীকৃতি ও নিবেদন

এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি পঙক্তির মূল কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মূলত উর্দু সাহিত্যকে বাংলা পাঠকদের নিকট পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। সংকলক আধুনিক কবি বা তাঁদের আইনানুগ স্বত্বাধিকারীদের সাথে যোগাযোগের নিরন্তর চেষ্টা করেও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে সফল হতে পারেননি। এটি একটি সাহিত্য-পরিচয়মূলক কাজ বিধায় সংশ্লিষ্টদের অধিকারের প্রতি আমরা সচেষ্ট; কোনো স্বত্বাধিকারী প্রয়োজনে যোগাযোগ করলে পরবর্তী সংস্করণে তা যথাযথভাবে সমন্বয় করা হবে।

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রসঙ্গে : এই সংস্করণে তথ্যের নির্ভুলতা রক্ষার্থে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। উর্দু সাহিত্যের বিশাল নহরে নির্ভরযোগ্য উৎসের অপ্রতুলতা ও তাতে অসাবধানতাবশত খেই হারানোর ফলে পূর্ববর্তী মুদ্রণে মির্জা গালিবের নামে প্রচলিত একটি শের তাঁর প্রামাণ্য দিওয়ান-বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও সংকলিত হয়েছিল; বর্তমান সংস্করণে তা সংশোধন করা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য সংকলক এবং প্রকাশক আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

জাহিদ হাসান ওয়াসিক-এর বইসমূহ

- জোছনা মেখো রোদ

লেখকের ফেসবুক পেইজ- www.facebook.com/write.wasiq
লেখকের ফেসবুক আইডি- www.facebook.com/Avoid.wasiQ
মেহফিল'এ ওয়াসিক-এর অফিশিয়াল ফেসবুক পেইজ : www.facebook.com/mehfileWasiQ

CamScanner

সূচি

উচ্চারণ নির্দেশিকা: রোমান উর্দু
অনুবাদক ও সংকলকের কথা

মেহফিলে স্বাগতম

আদাব আরজ হ্যায়! ০৯
উর্দু ভাষা যেভাবে এলো ১১
গজল, শের ও তার গঠনরীতি.....১৩
মুশায়রা উদ্ভবের ইতিহাস.....১৪
একটি ঐতিহাসিক মুশায়রার চিত্রকল্প ১৫

মেহফিল'এ ওয়াসিক

মির্জা গালিব ॥ ২১
মীর তকি মীর ॥ ২৯
দাগ দেহলভি ॥ ৩৩
আকবর এলাহাবাদি ॥ ৩৬
মুজতার খাইরাবাদি ॥ ৪১
আল্লামা ইকবাল ॥ ৪৬
জিগর মোরাদাবাদি ॥ ৫০
কাহওয়াপর্ব ॥ ৫৩
ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ ॥ ৫৫
সাহির লুধিয়ানভি ॥ ৫৯
মুনীর নিয়াজি ॥ ৬২
আহমেদ ফারায ॥ ৬৬
৭২ ॥ জউন এলিয়া
৭৮ ॥ গুলজার
৮১ ॥ বশির বদ্র
৮৭ ॥ মিঠাইপর্ব
৮৯ ॥ ওয়াসিম বেরলভী
৯৩ ॥ আমজাদ ইসলাম আমজাদ
৯৬ ॥ রাহাত ইন্দোরি
৯৯ ॥ ফাহমি বদায়ূনী
১০৩ ॥ পারভীন শাকির
১০৮ ॥ জাহিদ হাসান ওয়াসিক
১১১ ॥ আখেরি কাহওয়া
১১৪ ॥ অন্যান্য শায়েরদের শায়েরি

রুখসত'নামা.....১২৬

PDF Boier Somahar

Click here to join our telegram channel for more pdf

CamScanner

উচ্চারণ নির্দেশিকা: রোমান উর্দু

উর্দু শায়েরির ধ্বনিমাধুর্য ও ছন্দ (বেহর) বুঝতে হলে এর উচ্চারণ রীতি জানা জরুরি। উর্দু লেখা হয় নস্তালিক (আরবি-ফার্সি) লিপিতে, তবে পাঠকদের সুবিধার জন্য এই সংকলনে সমসাময়িক জনপ্রিয় রোমান উর্দু রূপটি ব্যবহার করা হয়েছে।

দীর্ঘ স্বরধ্বনি– হরফে আড়ি রেখা (macron) দিয়ে স্বরের দৈর্ঘ্য বোঝানো হয়:

ā, ī, ū - যথাক্রমে দীর্ঘ আ, ঈ ও ঊ। উদাহরণ : īmān (ঈমান) , āg (আ'গ) ।

নাসিক্য স্বর– হরফের উপর ঢেউচিহ্ন (tilde) দিয়ে নাসিক্য ধ্বনি বোঝানো হয়; উচ্চারণটি নাক ও মুখ দু'দিক দিয়েই আসে। উদাহরণ: kahāñ (কহাঁ), nahiñ (নহিঁ)

বিশেষ ব্যঞ্জনধ্বনি–

D, d – যথাক্রমে 'ড' 'দ'। Duub ('ডুব' - ডুবে যাওয়া), dil ('দিল' - হৃদয়)

T, t – যথাক্রমে 'ট' 'ত'। TuuT ('টুট' - ভেঙে যাওয়া), tum ('তুম' - তুমি)

Dh, dh – যথাক্রমে 'ঢ' 'ধ'। **Th, th**- যথাক্রমে 'ঠ' 'থ'।

Ḍ / ṛ – কাছাকাছি মূর্ধন্য ধ্বনি; Ḍ ভারী 'ড', ṛ নরম ড়। বাংলা উচ্চারণে দুটোই সাধারণত 'ড়'-এর মতো শোনায়। যেমন.: thoḌi (থোড়ি-সামান্য) , Baṛe (বাড়ে-বড়)

v – 'ভ' ও 'ব'-এর মাঝামাঝি ধ্বনি; উচ্চারণে কিছুটা 'ও' বা 'ওয়া'-এর মতো শোনায়। যেমন : vāqt (ওয়াক্ত-সময়), bevafā (বেভাফা/ বেওয়াফা - বিশ্বাসঘাতক)

ḳ (বা kh) – গলা থেকে আসা শক্ত 'খ' ḳhat (খৎ - চিঠি)
ġ (বা gh) – ঘর্ষণধ্বনি 'গ', গলার পেছন থেকে ġhazal (গজল)
q – গভীর 'ক্', সাধারণ 'ক' থেকে ভারী। qadam (ক্বদম - ধাপ)

সংকলনটি রচনায় যেসব গ্রন্থ ও উৎস দিশারি হয়ে ছিল–

- www.rekhta.org (উর্দু শের ও শায়েরির অনলাইন সংগ্রহশালা)
- The Indian Mushairah: Traditions And Modernity, By Ludmila Vasilyeva (Moscow)
- The Mushaira, by David Matthews. Paper presented at the London University Seminar, March 16, 2003.
- Ab-e Hayat, by Muhammad Husain Azad. Lucknow: Shahi Press
- Early Urdu Literary Culture and History, by Shamsur Rahman Faruqi. New Delhi: Oxford University Press, 2001.
- Yadgar-e-Ghalib, by Altaf Hussain Hali. Delhi: Nami Press

সহ আরও বহু গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও সাময়িকী। সকলের প্রতিই জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

CamScanner

সংকলক ও অনুবাদকের কথা

কথায় আছে, মানুষের হৃদয়ের কোনো সীমানা নেই, নেই তামাম দুনিয়ার তাবৎ প্রাণে অভিন্ন কোনো রঙ। প্রকৃতপক্ষে যারা ন্যূনতম মানুষ আর মানবিক; তারা একই আনন্দে হাসে, কাঁদে একই ব্যথায়, ভালোবাসে একই বর্ষায় আর বিরহ পোহায় একই আগুনে।

আর মানুষের এই হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, বন্দেগী-বিদ্রোহ যাবতীয় অনুভূতি যারা শব্দ-ছন্দের বুননে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে, পৃথিবীর বুকে খোদাই করে যাচ্ছেন কাল থেকে কালান্তরে, তাঁরাই বা কীভাবে কোনো নির্দিষ্ট জাতির, নির্দিষ্ট দেশের বা নির্দিষ্ট সীমানার হন! তাই সাহিত্যিক ও তাঁর সাহিত্য স্থান, কাল, পাত্রের ঊর্ধ্বে এক সর্বজনীন জগৎ ও স্বত্তা।

ছোটবেলা থেকেই আমার বেড়ে ওঠা ছিল এমন এক রুহানি পরিবেশে; বস্তুবাদের চেয়ে আধ্যাত্মিকতাই জড়িয়ে ছিল যার হাওয়া-জলের পরতে পরতে। আমার মরহুম নানাজান ও তাঁর পরিবার ছিলেন সূফী ভাবধারার মানুষ। সারাটা দিন কীভাবে স্রষ্টাকে জীবনযাপনের সঙ্গে একাত্ম করে রাখা যায়— জিকিরে, সুরে, ছন্দে; তা আমার তাঁদের থেকেই দেখা। গজল, মেহফিল, মাওলিদ শব্দগুলোর সাথে আমার পরিচয়ও সেখান থেকেই। শৈশবে নানার মুখে শোনা একখানা গজল আজও আমার কানে বাজে, যার দুটি লাইন—

"সাধক মনোরে সদায় থাকো যোগ ধিয়ানে (ধ্যানে)
যোগ ধিয়ানে জ্ঞানও বাড়ে, রাইখো মাওলা স্মরণে"

আমি বিশ্বাস করি ছন্দ, কবিতা ও ভাবের প্রতি আমার যে অনুরাগ— আমার এই সাধনা; তার শেকড়ও সেই রুহানি জমিনের গভীরেই প্রোথিত। আমার সাহিত্যপিয়াসী মন সদা সেই ধিয়ানেই খুঁজে ফেরে মানুষের অন্তরাত্মার আনন্দ-বেদনা, প্রার্থনা-আকুতির সালতামামি। আর এই লাগাতার সৌন্দর্যের সন্ধানই আমাকে একদিন টেনে নিয়েছে বিশ্বসাহিত্যের এক আশ্চর্য আসর উর্দু গজল কবিতার মেহফিলে।

উর্দু সাহিত্য এমন এক সুনেহরা নহর— যেখানে একবার ডুব দিলে আর ফিরে আসার ডাক কানে পৌঁছায় না। আর যেমন শুরুতেই বলেছিলাম সাহিত্যিক ও তার সাহিত্য সর্বজনীন, সর্বকালীন। তাই 'মেহফিল-এ-ওয়াসিক'

CamScanner

— আমার এই কিতাবখানা প্রকাশের উদ্দেশ্যও মূলত, আমি যে অপার সৌন্দর্যের খাজানা পেয়েছি– স্থান, কালের সীমানা ভেঙে তার উদযাপনে আমার প্রিয়জনদের শামিল করা।

বইটি আমি সাজিয়েছি মেহফিল বা মুশায়রার ঢঙে। নিজেকে 'নাজিম' পরিচয় দিয়ে পাঠকদের স্বাগত জানানো, শায়েরদের আমন্ত্রণ, মুশায়রার ক্রম ও আবহ বর্ণনার মাধ্যমে চেয়েছি পাঠকদের কল্পনায় ১৯'শতকের এক জাকজমকপূর্ণ মুশায়রার অভিজ্ঞতা তৈরি করতে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি– সাহিত্য তরজমায় আক্ষরিক অনুবাদের চেয়ে ভাবানুবাদ অধিক প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী। ভাবানুবাদে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী অর্থে কিছুটা পরিবর্তন এসে যায়, মূল ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ন রেখে আমি সেই সামঞ্জস্য রক্ষার সর্বোচ্চ চেষ্টাই করেছি। জানি না কতটুকু সফল হয়েছি, তবে উর্দু সাহিত্যের একজন নবীন ছাত্রের প্রথম কাজ বিবেচনায় আমার ভুলত্রুটি পেলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবার ও সেই সাথে আমাকে জানিয়ে আলোকিত করবার অনুরোধ রইলো পাঠকদের প্রতি।

বইটিতে শুধুমাত্র শায়েরদের চেনানোর উদ্দেশ্যে তাঁদের বাস্তব ফটোগ্রাফ থেকে সংগৃহীত কিছু ছবি সংযুক্ত করেছি। সেই সঙ্গে এই মহাত্মাদের পাশে নিজের আনাড়ি হাতে লেখা কয়েকটি শায়েরি রাখার ধৃষ্টতাও দেখিয়েছি– মার্জনা করবেন।

শায়েরি সংগ্রহে, রেখতা ফাউন্ডেশন (rekhta.org), (Sufinama.org)-এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। যাদের উদারতায় অসংখ্য শের, শায়েরি ও তার উৎস আমার নাগালে এসেছে। শ্রদ্ধা জানাই জাভেদ হুসেন, আবু সয়ীদ আইয়ুবসহ আমার অগ্রজ লেখক, অনুবাদক ও গবেষকদের প্রতিও– যাদের দেখানো পথেই আমার এই পথচলা।

এই সংকলনে মূল উর্দু লিপির পরিবর্তে বেছে নিয়েছি সমসাময়িক ভিন্ন ভাষাভাষীদের কাছে জনপ্রিয় রোমান উর্দু রূপটি– কেননা, নস্তালিক লিপি আমাদের দেশে কম প্রচলিত। চেয়েছি – শায়েরির আসল স্বাদ পেতে, পাঠকেরা যেন শেরগুলোর তরজমা পড়বার পাশাপাশি মূল উর্দুতেও আবৃত্তি করতে পারেন।

তাহলে প্রিয় পাঠক, চলুন শুরু করি আমাদের আজকের মুশায়রার আসর– আমাদের সকলের প্রতীক্ষিত শায়েরির মেহফিল - 'মেহফিল-এ-ওয়াসিক'

জাহিদ হাসান ওয়াসিক
অকো মোসলেম লেন, খুলনা
০৬ নভেম্বর, ২০২৫ ঈসায়ী সন

CamScanner

মেহফিলে স্বাগতম..

সাহেবান-ও-খাওয়াতিন, হাজিরান-ও-নওজওয়ান
আদাব আরজ হ্যায়!

আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। পরম করুণাময়ের আরশের ছায়াতেই আছেন। সেই জান-দেনেওয়ালার রহমত বর্ষিত হোক আপনাদের জীবনে–

হার এক হারফ সে, হার এক তরফ সে
মাশরিক সে মাগরিব তক, হার পল, হার ওয়াক্ত

হে আহলে-জানান, আহলে-জওক

মেহফিল-এ-ওয়াসিক'এ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি ওয়াসিক– আজকের এই দরবারের খুশকিস্মত নাজিম; আছি আপনাদের সাথে এই সুনেহরা ওয়াক্তের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

আপনাদের সকলের উপস্থিতি আমার হৃদয়ের আঙিনায় এক আশ্চর্য আনন্দের নহর বইয়ে দিয়েছে। আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ।

খোশ আমদেদ মোহতারাম! খোশ আমদেদ মোহতারামা!

তাহলে চলুন, আর অপ্রয়োজনীয় কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত অলৌকিক সফর। আসুন, দুনিয়াবি চোখ বন্ধ করে ফেলি সবাই, আর খুলে দিই আমাদের রুহের জানালা।

কল্পনা করি– আমরা স্থান, কাল, পাত্রের উর্ধ্বে এমন এক খুবসুরত মজলিসে উপস্থিত হয়েছি যেখানে খোদ 'সময়' নিজেও হাঁটুগেড়ে বসে আছে এই মহিমান্বিত মুশায়রাতে শরীক হবে বলে। তার তাড়া নেই আজ; স্কুল পালানো শৈশবের জামা গায়ে দিয়ে, কাজফাঁকির অপরাধবোধ চোখে লুকিয়ে, সেও অপেক্ষা করছে এক পরম মাহেন্দ্রক্ষণের।

নক্ষত্র আঁকা রঙিন এক শামিয়ানার নিচে আমাদের আসন বিছানো হয়েছে লাল মখমলি দরবারি কার্পেটের উপর। চাঁদের রুপোলি জোছনা শামিয়ানার ফাঁক গলে হুহু করে মিশে যাচ্ছে জলসাঘরের ঝুলন্ত লণ্ঠনের সোনালী আলোয়।

মজলিসের চারপাশে কুসুমসাদা রঙের পর্দা মোড়ানো, তাতে অরণ্যের সূক্ষ্ম কারুকাজ। ধূপের ধোঁয়া আততায়ীর মতো ছদ্মবেশে ভেসে বেড়াচ্ছে প্রাঙ্গণজুড়ে।

মাটিতে সারি সারি বসে আছে আমার-আপনার মতোই অসংখ্য উৎসুক মানুষ। জাত-পাত নির্বিশেষে তারা ফকির থেকে বাদশাহ, চোর থেকে সাধু, আশরাফ থেকে আতরাফ– কে আসেনি এই মিলনমেলায়! মনে হচ্ছে যেন, গোটা শহরই এখানে জড়ো হয়েছে আজ!

কাহওয়ার পেয়ালা হাতে খোশগল্পে মশগুল শুভ্রকেশী বৃদ্ধের দল। পাগড়ি ও আলখাল্লা পরিহিত সুঠামদেহী যুবকদের অস্থিরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে; তাদের কোমরে কারো খঞ্জর তো কারো শমশির। পর্দার আড়ালে বসে আছেন আমাদের খাতুনেরা– তাদের সবার চোখেই মিটিমিটি জ্বলছে শ্বাসরুদ্ধ অপেক্ষার কোহিনূর।

কোণে বসা বাদ্যযন্ত্রী জনতার কোলাহলকেই লিরিক্স মেনে তার সারেঙ্গিতে সুর তুলে যাচ্ছে আনমনে, অপেক্ষার প্রহর ঘনীভূত হচ্ছে দফের বাজনার তালে তালে।

বাতাসে বইছে গুলাবের ঘ্রাণ, আতরের মিষ্টি সুবাস।
স্থির হোন, বুক ভরে শ্বাস নিন, হৃদয়ের ডালা প্রশস্ত করুন।

আজকের এই সন্ধ্যা– রাত গলে দীর্ঘ হতে চলেছে।
আজকের এই মেহফিল– জমজমাট হতে চলেছে।

শায়েরি মুবারক, সাথীরা আমার! মুশায়রা মুবারক!

দরবারের এক মাথায়, মাটির খানিকটা ওপরে রঙিন কার্পেট আর ঝকঝকে গদির ওপর সাজানো হয়েছে আজকের দায়রা— আমাদের প্রিয় কবিমঞ্চ। সেখানে রাখা আছে মোহরার নরম বালিশ, যেন প্রতিটি শায়ের রাজসিক আরামে ইরশাদ করতে থাকেন তাঁদের জাদুকরী পঙক্তিমালা।

মঞ্চের ঠিক মাঝখানে সগর্বে দাঁড়ানো রুপোলি দন্ডের উপর শোভা পাচ্ছে 'শমা'– সেই অলৌকিক প্রদীপ, যার আলোকশিখার নৃত্যে গেয়ে যাবে আজকের মেহফিলের সমস্ত আবেগ, ছন্দ আর শায়েরি।

আমাদের মহাত্মা শায়েরগণ এখনো এসে উপস্থিত হননি। তবে শিগগিরই তাঁরা চলে আসবেন, সেই সাথে প্রজ্জ্বলিত শমার আলোয় জেগে উঠবে আমাদের সকলের প্রতীক্ষিত মুহূর্ত— আমাদের মুশায়রা, আমাদের মেহফিল-এ-ওয়াসিক।

তো তাঁরা আসার আগেই চলুন,
আমরা বরং কিছু প্রয়োজনীয় আলাপ সেরে নেই।

জেনে নিই উর্দু ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, উর্দু শায়েরি বা কাব্যরীতিতে শের কী, গজল কীভাবে গঠিত হয়, মুশায়রা বলতে ঠিক কী বোঝায়, কোথা থেকে এর উৎপত্তি, আর কীভাবে-ইবা গড়ে উঠতো একটি পূর্ণাঙ্গ মুশায়রার আয়োজন—

উর্দু ভাষা যেভাবে এলো

chaand-chehre mujhe achchhe to bahut lagte hain
ishq main us se karuungaa jise urdu aa.e

চাঁদের মতো চেহারা বলো, ভালো লাগে না কার?
তবে; ভালো আমি বাসবো তাকেই উর্দু-জবান যার।

– আব্বাস তাবিশ (লাহোর, পাকিস্তান ॥ ১৯৬১)

চাঁদের মতো মুখের সৌন্দর্য তো সবাইকেই টানে, কিন্তু কবি আব্বাস তাবিশের হৃদয় টানে সেই মানুষটির প্রতি, যার জবান উর্দু। কী এমন আছে এই ভাষায়, যা কোনো রূপসীর চেয়েও বেশি মোহনীয়? এর উত্তর লুকিয়ে আছে উর্দুর জন্ম ও বিকাশের ইতিহাসে।

প্রায় হাজার বছর আগে দিল্লি ও মীরাট অঞ্চলে প্রচলিত ছিল খাড়িবুলি নামের এক কথ্যভাষা, যা উৎস পেয়েছিল শৌরসেনী প্রাকৃত হতে। ভিনদেশী মুসলিম শাসকদের আগমনের পর এই ভাষায় মিশে যায় ফারসি, আরবি ও তুর্কি শব্দ।

ফলত স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে জন্ম নেয় এক নতুন হিন্দুস্তানি ভাষা; যাকে তখন ডাকা হতো হিন্দভী, রেখতা, দেহলভি, জবান-ই-দিল্লি, গুজরি নানা নামে।

এই ভাষা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ভাষা, সুফী-দরবেশদের ভক্তি ও মারিফতের ভাষা, হাটবাজারের কোলাহলের ভাষা। যেখানে ফারসি ছিল শাসকদের, সংস্কৃত ছিল অভিজাতদের— সেখানে এই হিন্দভী ছিল সবার।

ফারসি ও সংস্কৃত যেখানে দিন-ব-দিন জায়গা হারাচ্ছিল তাদের শাস্ত্রীয় দুর্বোধ্যতার কারণে। সেখানে এই সহজ, মধুর ও প্রাণবন্ত হিন্দভী ভাষা অচিরেই হয়ে ওঠে আপামর জনতার হৃদয়ের ভাষা। আর তা ধীরপায়ে রাজপথ থেকে রাজদরবারেও নিজের স্থান করে নেয় সগর্বে।

সময়ের সঙ্গে রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রভাবে এই ভাষার দুটি ধারা গড়ে ওঠে। একদিকে হিন্দু অভিজাত ও ইংরেজ শাসকেরা ফারসি-আরবি শব্দ বাদ দিয়ে দেবনাগরী লিপিতে সংস্কৃতঘেঁষা 'হিন্দি' গড়ে তোলেন; অন্যদিকে হিন্দভীই রয়ে যায় ফারসি-আরবি শব্দভাণ্ডার ও নস্তালিক লিপিসহ, যা আজকের দিনের 'উর্দু'।

তাহলে এই ভাষার নাম উর্দু কবে হলো? সে নিজে মূল হিন্দভী হয়েও তার নাম হিন্দি কেন হলো না, এই প্রশ্ন হয়তো আসছে অনেকের মনে।

আদতে 'উর্দু' একটি তুর্কি শব্দ, যার অর্থ সৈন্য। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের (১৬২৮ – ১৬৫৮) সেনানিবাসের নাম ছিল উর্দু-এ-মু'আল্লা; অর্থাৎ 'সম্মানিত শিবির'। বিভিন্ন প্রদেশের সৈন্যরা সেখানে যে ভাষায় কথা বলত, সেটাই ছিল হিন্দুস্তানি বা হিন্দভী।

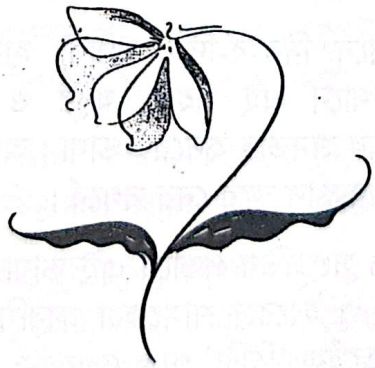
জানা যায় সেই সেনাশিবিরের নাম থেকেই ভাষাটির নাম হয় উর্দু। আর যখন নতুন 'হিন্দি' ভাষা গড়ে তোলা হলো, তখন আদি হিন্দভী ভাষাটি ধীরে ধীরে উর্দু নামেই পরিচিত হতে শুরু করে– যেই নামে আমরা আজ তাকে চিনি।

প্রায় সাতশত বছর আগের সেই দিল্লি ও মীরাটের নাগরিক উঠোনে জন্ম নেওয়া উর্দু যখন ধীরে ধীরে মানুষের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল, তখনই শুরু হয়েছিল এর কাব্যিক অভিযাত্রাও ।

রাস্তার ভাষা থেকে রাজদরবারে, রাজদরবার থেকে দরবেশের দরগায়, হাটবাজার থেকে কবির কলমে– এই ভাষা পাড়ি দিল এক সুদীর্ঘ সুরেলা পথ। মানুষের মুখের সহজ কথাগুলোই একসময় রূপ নিল কবিতায়।

শের, নাজম, গজলের মতো শিল্পরূপ জন্ম নিল এই ভাষার ভেতর থেকে– যেখানে প্রেম, বেদনা, সৌন্দর্য আর আভিজাত্য মিশে গেল এক অলৌকিক সুরে। কালান্তরে উর্দু কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, হয়ে উঠল মানুষের অন্তরাত্মার প্রতিধ্বনি।

আর যে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়ে সুকুন এনে দেয়, যে শব্দেরা আমাদের উচ্ছ্বাস বেদনাকে ছন্দে বাঁধে, তা কোনো রূপসীর মুখশ্রীর চেয়ে কম কিছু কি মোটেও?



গজল, শের ও তার গঠনরীতি

'গজল' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'প্রিয়জনের সাথে কথোপকথন'। গজলের জন্ম যদিও আরবে, তবে তা সমৃদ্ধি লাভ করে পারস্যে এসে এবং সবচেয়ে সফল ও জনপ্রিয় হয় ভারতবর্ষে।

গজল এমন এক ধরনের কবিতা যেখানে একই ছন্দ ও অন্ত্যমিল ব্যবহার করে পরপর অনেকগুলো শের সাজানো হয়। সাধারণত এতে ৫ থেকে ২০টি শের থাকে।

গজলের মূল বিষয়বস্তু হলো প্রেম, বিরহ, আধ্যাত্মিকতা এবং জীবন দর্শন।

'শের' হলো দুটি চরণের সমন্বয়ে গঠিত একটি দ্বিপদী স্তবক— যা তার নিজের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ অর্থ, ভাব বা বক্তব্য বহন করে।

শেরের প্রতিটি লাইনকে 'মিস্রা' বলা হয়। দুটি মিস্রাকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট ছন্দ বা মাত্রারীতি (বেহর) অনুসরণ করতে হয়।

গজলের উপাংশ

রদিফ

এটি হলো গজলের স্থির বা অপরিবর্তনীয় শব্দ/শব্দগুচ্ছ যা প্রতিটি শেরের শেষে হুবহু পুনরাবৃত্ত হয়। প্রথম শের এর দুটি মিস্রাতেই একই রদিফ থাকে। পরবর্তী শেরগুলোর কেবল দ্বিতীয় চরণে রদিফ ফিরে আসে।

কাফিয়া

কাফিয়া হলো রদিফের ঠিক আগে ব্যবহৃত শব্দগুলোর অন্ত্যমিল বা সমধ্বনিতা। গজলের প্রতিটি শের-এর শেষে ব্যবহৃত কাফিয়া শব্দগুলোর মধ্যে একটি ধ্বনিগত বা উচ্চারণগত সাদৃশ্য থাকতে হয়।

বেহর/বহর

উর্দু গজলের প্রতিটি শেরকে একটি সুনির্দিষ্ট ছন্দ বা মাত্রা অনুসরণ করতে হয়। এই ছন্দের নামই বেহর।

গজলের সমস্ত শেরকে অবশ্যই রদিফ ও কাফিয়ার সঠিক ব্যবহারের সাথে সাথে একই বেহর বা মাত্রাবৃত্ত অনুসরণ করতে হয়। এর হেরফের হলে গজলটি ত্রুটিপূর্ণ বলে গণ্য হয়।

মাতলা

এটি হলো গজলের প্রথম শের।
মাতলার দুটি চরণে একই রদিফ এবং কাফিয়া ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। এটিই গজলের বাকি শেরগুলোর জন্য ছন্দ ও অন্ত্যমিলের কাঠামো তৈরি করে দেয়।

মক্তা

এটি হলো গজলের শেষ শের। এই শেরে কবি প্রায়শই তাঁর ছদ্মনাম বা তাখাল্লুস ব্যবহার করেন। শায়েরদের গজল যখন মুখে মুখে ছড়াতো তখন এই তাখাল্লুস এর মাধ্যমেই শের বা গজল কার সৃষ্টি সেটা জানা যেত।

মুশায়রা

সহজ ভাষায় মুশায়রা হলো শের ও শায়েরির আসর। এটি এমন এক সাহিত্যিক মেহফিল, যেখানে কবিরা একত্র হয়ে নিজেদের কবিতা বা শায়েরি শ্রোতাদের সামনে পাঠ করেন।

আর শ্রোতারা উচ্ছ্বাসে 'ওয়াহ! ওয়াহ!' 'কিয়া বাত!' 'ইরশাদ মুকরর!' ইত্যাদি বলে সাড়া দিয়ে সেই আসরে পূর্ণতা দেন।

মুশায়রা শব্দের উৎপত্তি আরবি শব্দ 'শি'র' থেকে, যার অর্থ কবিতা। আরবে জনসম্মুখে কবিতা পাঠের আসর কে মুশাঈরাহ বলা হতো, সেটাই ফারসিতে 'মুশায়রা' রূপ নেয়।

মুশায়রা উদ্ভবের ইতিহাস

মুশায়রার শিকড় বহু প্রাচীন। ইসলাম-পূর্ব আরবে কবিতা ছিল কেবল শিল্প নয়, জ্ঞানের এক অনন্য রূপ ও সামাজিক মর্যাদার প্রতীক। খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ

শতকে কবিরা উকাজের বার্ষিক মেলায় সুরেলা কণ্ঠে কবিতা পাঠ করতেন, যা এক ধরনের কবিতা প্রতিযোগিতা হিসেবেই গড়ে ওঠে। এই জনসমক্ষে কবিতা পাঠের প্রথাকেই আজকের মুশায়রার প্রাথমিক রূপ বলা যায়।

পরবর্তীকালে এই ঐতিহ্য আরব থেকে পারস্য, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়া পেরিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে পৌঁছায়। এখানে এসে মিশে যায় স্থানীয় ছন্দ, গান ও গল্প বলার সংস্কৃতির সঙ্গে।

ভারতীয় সমাজ আদিকাল থেকেই কবিতার ছন্দময় ভাষায় গভীরভাবে অভ্যস্ত ছিল। ধর্মীয় উপদেশ থেকে দৈনন্দিন জীবন পর্যন্ত সব কিছুই ছন্দে বাঁধা হতো। এই প্রেক্ষাপটেই মুশায়রা দ্রুত আপন হয়ে ওঠে উপমহাদেশের মানুষের মাঝে।

মধ্যযুগে রাজদরবারে রাজাদের প্রশংসায় কবিতা পাঠের আসর বসতো; পরে সেগুলো আরও উন্মুক্ত হয়ে ওঠে 'মজলিস' বা 'মেহফিল'-এ। এখান থেকেই আধুনিক মুশায়রার সূচনা।

উনিশ শতকে এসে মুশায়রা শিক্ষিত নগরবাসীর অন্যতম জনপ্রিয় বিনোদন হয়ে ওঠে। মুদ্রণযন্ত্র আসার আগেই গজল, নাজম, শের; সবই এই আসরগুলোর মাধ্যমেই মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল সাধারণ মানুষের মাঝে।

যদিও আধুনিক যুগে মুশায়রার শিষ্টাচার ও আত্মিকতা কিছুটা কমে গেছে, তবু আজও এটি উর্দু ভাষা ও সংস্কৃতির এক অনন্য উত্তরাধিকার যেখানে শব্দ, আবেগ আর শ্রোতার প্রতিক্রিয়ায় কবিতা এখনো বেঁচে থাকে প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাসে।

একটি ঐতিহাসিক মুশায়রার চিত্রকল্প

আমরা এখন সেই সময়ের ছবি আঁকতে যাচ্ছি যখন মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের চিন্তা ও সমস্যা ভুলে থাকতে বেছে নিয়েছিল কবিতার মেহফিল। উপমহাদেশে মুশায়রা ছিল চিত্তবিনোদনের জন্য সবচেয়ে জাকজমক উৎসব। প্রতিটি মুশায়রা আয়োজন করতে প্রচুর সময়, শ্রম ও যত্নের প্রয়োজন হতো।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দিনক্ষণ নির্ধারণ

'চলো একটা মুশায়রা করা যাক!'

নির্দিষ্ট কোনো উপলক্ষ্য বা পরিকল্পনা ছাড়াই এমন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা থেকেই শুরুর দিকে সবকিছু হতো। সাধারণত কোনো সাহিত্যপ্রেমী, পৃষ্ঠপোষক কিংবা খ্যাতনামা কবি নিজেই উদ্যোগ নিতেন এমন এক আয়োজনের, আর তাতেই নড়েচড়ে উঠত তৎকালীন কাব্যপ্রাণ সমাজ।

স্থান নির্বাচন

স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা থেকে শুরু হলেও পরবর্তীতে মুশায়রার বাকি কাজ এগোত বেশ পরিকল্পনা মাফিক বলা যায়। যার মাঝে স্থান নির্বাচন ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

শুরুতে এই আসরগুলো সীমাবদ্ধ ছিল রাজদরবার ও অভিজাত সমাজের অন্দরে। পরবর্তীতে সুফি কবি মীর দরদ, মীর তকি মীর প্রমুখের উদ্যোগে সর্বজনীন মুশায়রার বন্দোবস্ত হয়, যা ছিল সর্বস্তরের কবিতাপ্রেমীর জন্য উন্মুক্ত।

এমন গণতান্ত্রিক মুশায়রার স্থান হতো কোনো দরবেশের খানকাহ, কবির নিজের বাড়ি বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।

আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ

স্থান ও দিনক্ষণ ঠিক হলে শুরু হতো আমন্ত্রণের পালা। নির্বাচিত কবি ও অতিথিদের কাছে পাঠানো হতো সুন্দরভাবে লেখা আমন্ত্রণপত্র, আর সাধারণ মানুষকে জানানো হতো হাটে-বাজারে ডঙ্কা পিটিয়ে এলান করে।

আমন্ত্রণপত্রে স্পষ্ট করে উল্লেখ থাকত সময়, স্থান, এবং কখনো কখনো 'তারহ' অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো ছন্দ বা পঙক্তি, যার ভিত্তিতে কবিরা নিজেদের গজল রচনা করতেন উক্ত মুশায়রাতে উপস্থাপন করার জন্য।

নাজিম নির্বাচন

নাজিম ছিলেন মুশায়রার প্রাণ। আসর পরিচালনার পুরো দায়িত্বই থাকত তার হাতে। কোন কবি কখন কবিতা পাঠ করবেন; কীভাবে পরবর্তী কবিকে আহ্বান জানানো হবে, কিংবা জনপ্রিয় পঙক্তি উচ্চকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করে শ্রোতাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলা– এসবই ছিল তার দায়িত্ব।

একজন অভিজ্ঞ নাজিমই পারতেন কবি ও শ্রোতাদের মধ্যে নিখুঁত সমন্বয় ঘটিয়ে আসরটিকে জীবন্ত করে তুলতে।

সাজসজ্জা

মুশায়রার আসর সাজানো হতো অপরিসীম যত্নে। চারপাশে টাঙানো থাকত রঙিন কাপড়, তার ওপরে শামিয়ানা, নিচে বিছানো কার্পেট, মাদুর ও নরম বালিশ, দরবারজুড়ে ভাসতো আতর-গুলাবের সুবাস। প্রদীপ ও লণ্ঠনের আলোয় ঝলমল করত পুরো পরিবেশ, যেন দূর থেকেই বোঝা যেত–

'আজ এখানে এক মহোৎসবের আয়োজন'

শমা

উর্দু মুশায়রার এক অবিচ্ছেদ্য প্রতীক ও অলঙ্কার ছিল 'শমা' (বিশেষ ধরণের প্রদীপ)। এটি স্থাপন করা হতো কারুকাজসমৃদ্ধ ধাতব দণ্ডে, যার ওপর থাকত কাচের সুন্দর ঢাকনা– যাকে বলা হতো ফানুস।

'শমা' কবিদের আসনের মাঝে স্থাপন করা হতো। নাজিমের সংকেতেই এক কবির কবিতা পাঠের শেষে, শমা অন্য কবির সামনে সরানো হতো– এভাবেই প্রতীকীভাবে কবিতা পাঠের ক্রম নির্ধারিত হতো।

কবিদের আগমন ও অভিবাদন

নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই কবিরা একে একে আসরে প্রবেশ করতেন এবং নিজেদের নির্দিষ্ট আসনে বসতেন। সাধারণত তাঁদের বসানো হতো একটি বৃত্তে বা সারিবদ্ধভাবে, শ্রোতাদের মুখোমুখি করে। আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই কবি ও শ্রোতাদের মধ্যে শুরু হতো পারস্পরিক পরিমিত সৌজন্যপূর্ণ সালাম ও অভিবাদন বিনিময়।

মুশায়রার সূচনা

মুশায়রার সূচনা হতো প্রতীকীভাবে শমা জ্বালিয়ে। শমা যার সামনে রাখা হতো তিনিই কবিতা পাঠ শুরু করতেন। প্রথমে নবীন, পরে অভিজ্ঞ শায়েরগণ মঞ্চে উঠতেন। তাঁদের প্রতিটি শের বা গজলের পর শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়ায় আসর ভরে উঠত উচ্ছ্বাসে ও উষ্ণতায়।

কাহওয়া বিরতি

কাহওয়া (গরম মশলাদার চা) ছিল মুশায়রার আত্মা। মধ্যরাতের পর প্রায়শই 'চা বা কাহওয়া বিরতি' ঘোষণা করা হতো। তখন কবি, শ্রোতা, অতিথি সবাই গল্পে, কৌতুকে, হালকা তামাশায় মেতে উঠতেন। এ ছাড়া অভিজাত মেহফিলে কাহওয়ার পাশাপাশি পানের খিলি, মিঠাই, বাদাম, গুলাবজল ইত্যাদি রুপার বা পিতলের পেয়ালায় পরিবেশিত হতো।

সমাপ্তি

রাতের শেষে সবচেয়ে সম্মানিত বা প্রবীণ উস্তাদ কবি মঞ্চে উঠে তাঁর গজল পাঠ করতেন। তাঁর কবিতায় মুগ্ধ হয়ে অনুজ কবি ও শ্রোতারা সমস্বরে উচ্চারণ করতেন–

'মাশাআল্লাহ! বাহুত আচ্ছা!'

এভাবেই ক্রমশ নিভু নিভু শমার তালে মুশায়রার সমাপ্তি ঘটত কিন্তু সেই রাতের রেশ থেকে যেত পরবর্তী বেশ কিছুদিন মানুষের মাঝে। যেই কবি সবচেয়ে বেশি 'ইরশাদ মুকরর' শুনেছেন তাকেই বিজয়ী কবি হিসেব গণ্য করা হতো।

তৎকালীন অনেক শ্রোতা সেই কবিতাগুলো নিজেদের খাতায় লিখে রাখতেন। কালক্রমে সেই সংকলনগুলোই আমাদের কাছে উর্দু শায়েরির প্রাচীনতম দলিল ও অমূল্য সম্পদ হিসেবে রয়ে গেছে।

প্রিয় উপস্থিতি!
এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনে যাওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে জানাই দিল'সে শোকরিয়া। এবার আসুন তবে আবার ফিরে আসি আমাদের জলসাঘরে—

চেয়ে দেখুন, এসে গেছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ!
আমাদের আহলে-সুখনগণ একে একে আসন গ্রহণ করছেন।

তুমুল করতালিতে বরণ করে নেব আমরা তাঁদের– যাঁদের শব্দ, ছন্দ আর মূর্ছনায় মোহিত হতে চলেছে আমাদের এই মহিমান্বিত রাত।

আমাদের মুমতাজ শায়েরগণ এখন একে একে তাঁদের শায়েরি পেশ করবেন আমাদের মাঝে। আমরাও ডুব দেব তাঁদের প্রতিটি চরণে, প্রতিটি ছন্দের ঢেউয়ে। প্রতিধ্বনিত হবে পুরো মেহফিল জুড়ে—

'ওয়াহ ওয়াহ!' 'কিয়া বাত!' 'মুকরর!'

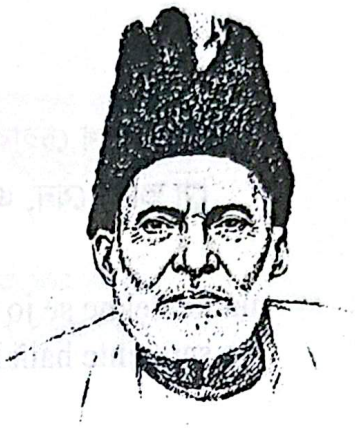
চলুন তবে শুরু করা যাক আমাদের আজকের এই মেহফিল
শমার আলোয় জ্বলে উঠুক আমাদের রুহের আরশিনগর।

ইরশাদ! ইরশাদ!





CamScanner



তাখাল্লুস : 'গালিব'
প্রকৃত নাম : মির্জা আসাদুল্লাহ বেগ খান
জন্মতারিখ : ২৭ ডিসেম্বর, ১৭৯৭ ঈসায়ী
জন্মস্থান : আগ্রা, উত্তর প্রদেশ, ভারত
মৃত্যু : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৯ ঈসায়ী

হাজারো এমন ইচ্ছে ছিল আমার
চাইতে গিয়ে বের হয়েছে দম
অনেক তার পূরণ হয়েছে বটে
তবু লাগে, তাহাও যেন কম

hazāroñ ḳhvāhisheñ aisī ki har ḳhvāhish pe dam nikle
bahut nikle mire armān lekin phir bhī kam nikle

(মির্জা গালিব)

সে এসেছে আমার ঘরে, খোদার এ কী কুদরত
একবার আমি ঘর দেখি তো, একবার তাহার সুরত

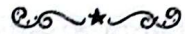
vo aa.e ghar meñ hamāre Ḳhudā kī qudrat hai
kabhī ham un ko kabhī apne ghar ko dekhte haiñ

(মির্জা গালিব)

তাকে দেখে চেহারায় আমার চমক যেই না ফেরে
সে ভাবে যেন, এই রোগীর অসুখ গেছে সেরে

un ke dekhe se jo aa jaatī hai muñh par raunaq
vo samajhte haiñ ki bīmār kā haal achchhā hai

(মির্জা গালিব)



মোহাব্বতে বাঁচা মরার কী-ইবা তফাত ভাই
ঐ তো তারেই দেখে বাঁচি
দেখলে যারে, প্রাণটা চলে যায়

mohabbat meñ nahīñ hai farq jiine aur marne kā
usī ko dekh kar jiite haiñ jis kāfir pe dam nikle

(মির্জা গালিব)



আমি জানি না দোয়া কীভাবে করে
আমি শুধু জানি, তোমার জন্য
আমার এই জান কুরবান

jaan tum par nisār kartā huuñ
maiñ nahīñ jāntā duā kyā hai

(মির্জা গালিব)[৫]

এই প্রেম আমারে অকর্মা বানাইলো গালিব
নইলে আমিও তো ছিলাম বেশ কাজেরই মানুষ

ishq ne 'ġhālib' nikammā kar diyā
varna ham bhī aadmī the kaam ke

(মির্জা গালিব)

এ কেমন বন্ধু তোমরা আমার
শুধুই জ্ঞান দাও, শুধুই উপদেশ দাও
কেউ তো এই ব্যথার ওষুধ হও
কেউ তো এই বেদনার সাথী হও

ye kahāñ kī dostī hai ki bane haiñ dost nāseh
koī chārasāz hotā koī ġham-gusār hotā

(মির্জা গালিব)

কোন মুখে তুমি কাবা'য় যেতে চাও গালিব
তোমার কি লাজ শরম কিছুই নেই

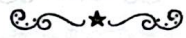
kaaba kis muñh se jāoge 'ġhālib'
sharm tum ko magar nahīñ aatī

(মির্জা গালিব)

আমি সেইখানে আছি, যেইখান থেকে আর
নিজের খবর নিজের কাছেও আসে না

ham vahāñ haiñ jahāñ se ham ko bhī
kuchh hamārī ḳhabar nahīñ aatī

(মির্জা গালিব)



প্রেমে পড়েছো, আবার সম্মানও চাও
ভালোবেসেছো, আবার মর্যাদাও চাও
তুমিও বড়ই নাদান গালিব
বিষ খেয়েছো তুমি, আবার বাঁচতেও চাও

mohabbat meiṅ paṛ gaye ho aur izzat bhī chāhtay ho
baḍe nadān ho 'ġhālib', zahr bhī pī liyā aur jīnā bhī chāhtay ho

(অজ্ঞাতনামা ; গালিবের নামে প্রচলিত শের)



আমি ফকিরের বেশ ধরে গালিব
(ধনবান) দয়ালুদের তামাশা দেখি

banā kar faqīroñ kā ham bhes 'ġhālib'
tamāshā-e-ahl-e-karam dekhte haiñ

(মির্জা গালিব)

কথায় আছে— আশায় নাকি বাঁচে মানুষ
কিন্তু আমার তো আর বাঁচার আশাটুকুও নেই

kahte haiñ jiite haiñ ummīd pe log
ham ko jiine kī bhī ummīd nahīñ

(মির্জা গালিব)



আমারো তো মুখে জবান আছে
ইশ! কেউ যদি একটাবার অন্তত
জানতে চাইতো 'আমি কী চাই'

maiñ bhī muñh meñ zabān rakhtā huuñ
kaash pūchho ki muddaā kyā hai

(মির্জা গালিব)



দুঃখ সইবার অভ্যেস হলে, 'দুঃখ' সে আর থাকে না
এত বিপদ সয়েছি আমি, আমার বিপদে যায় আসে না

rañj se ḳhūgar huā insāñ to miT jaatā hai rañj
mushkileñ mujh par paḌīñ itnī ki āsāñ ho gaiiñ

(মির্জা গালিব)

ও আমার নাদান মন তোর হয়েছেটা কী
তোর এই অসুখের ওষুধটা-ইবা কী

dil-e-nādāñ tujhe huā kyā hai
āḳhir is dard kī davā kyā hai

(মির্জা গালিব)

সব বালা-মুসিবত শেষ হয়ে গেছে গালিব
এখন শুধু ঐ মউতটাই আসা বাকি

ho chukīñ 'ġhālib' balāeñ sab tamām
ek marg-e-nā-gahānī aur hai

(মির্জা গালিব)

আছে এ হৃদয়ের হাহাকার যত
সবি আজ পড়ছে মনে ভীষণ
হায় খোদা! আমার পাপের হিসেব তুমি
চেয়ো না আর এখন

aatā hai dāġh-e-hasrat-e-dil kā shumār yaad
mujh se mire gunah kā hisāb ai Ḳhudā na maañg

(মির্জা গালিব)

কাহারে যে বলি আমি
এই দুঃখবিলাসী রাত ভয়ংকর কত
মরে যাওয়া, তা কী ইবা এমন ক্ষত
কিন্তু সে মউত আমার, কেবল একবার হলেও না হতো

kahūñ kis se maiñ ki kyā hai shab-e-ġham burī balā hai
mujhe kyā bụrā thā marnā agar ek baar hotā

(মির্জা গালিব)

হয়তো সে এসেই যেত গালিব
যদি আমি আরো ক'টা দিন বাঁচতাম

aa hī jaatā vo raah par 'ġhālib'
koī din aur bhī jiye hote

(মির্জা গালিব)

না ঘুম পূরণ হইলো আমার, না স্বপ্ন
আর না পূরণ হইলো মোহাব্বত

hamārī na neend pūrī na ḳhwāb
aur na mohabbat

(মির্জা গালিব)

আসমানি যত বালা মুসিবত জমিনে নেমেই শুধায়
বলো দেখি মোর বন্ধু গালিবের ঘরখানাটা কোথায়?

āsmāñ se aate hue pūchte haiñ har balā
ke 'ġhālib' kā ghar hai kidhar?

(মির্জা গালিব)

মরণ আসে না কেন আমার গালিব
আর কতকাল সইবো আমি
এই বেঁচে থাকার যন্ত্রণা

maut ātī nahīñ kahiñ 'ġhālib'
kab tak afsos zīst ka kījiye?

(মির্জা গালিব)

জীবনের মোহে পড়ে যেয়ো না আসাদ
এই সারা দুনিয়া কেবল এক কল্পনার ফাঁদ

hastī ke mat fareb meñ aa jā.iyo 'asad'
aalam tamām halqa-e-dām-e-ḳhayāl hai

(মির্জা গালিব)



তাখাল্লুস : 'মীর'
প্রকৃত নাম : মোহাম্মদ তকী
জন্মতারিখ : ১৭২৩ ঈসায়ী
জন্মস্থান : আগ্রা, উত্তর প্রদেশ, ভারত
মৃত্যু : ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮১০ ঈসায়ী

কবিতায় তুমি একাই উস্তাদ নও, গালিব
লোকে বলে— আগের জামানায় মীর বলেও কেউ ছিলেন

rekhte ke tumhīñ ustād nahīñ ho 'ġhālib'
kahte haiñ agle zamāne meñ koī 'mīr' bhī thā

(মির্জা গালিব)

প্রেমের এই দীর্ঘ সফরে কাঁদলে কি তাই হবে?
আরে চলো, চলতে থাকো, যা হয় দেখা যাবে

rāh-e-dūr-e-ishq meñ rotā hai kyā
aage aage dekhiye hotā hai kyā

(মীর তকী মীর)

গাছ থেকে গাছ পাতা-পাতা
আমার হাল জেনে হয় ব্যাকুল
জানলো আমায় পুরো বাগান
শুধু জানলো না ঐ ফুল

pattā pattā buuTā buuTā haal hamārā jaane hai
jaane na jaane gul hī na jaane baaġh to saarā jaane hai

(মীর তকী মীর)

তোমার মত কেউ যেন তোমার জীবনেও আসে
আমার দু-চোখে কেবল, সেই প্রতিশোধই ভাসে

koī tum sā bhī kaash tum ko mile
mudda.ā ham ko intiqām se hai

(মীর তকী মীর)

আমি হই আর তুমি হও, হয়ও যদি মীর
তাহার বেণীতে বন্দি হয়নি
আছে কোনো বীর?

ham hue tum hue ki 'mīr' hue
us kī zulfoñ ke sab asiir hue

(মীর তকী মীর)

প্রেমের শুরুতে আগুন ছিলাম আমি
শেষটাই কি না হলাম ছাই

aag the ibtidā-e-ishq meñ ham
ab jo haiñ ḳhaak intihā hai ye

(মীর তকী মীর)

চেষ্টা যত বিফলে গেল
না কাজ হইলো কোনো ওষুধে
শেষমেষ সব শেষ হয়ে গেল
এই হৃদয়ের অসুখে

ulTī ho ga.iiñ sab tadbīreñ kuchh na davā ne kaam kiyā
dekhā is bīmāri-e-dil ne āḳhir kaam tamām kiyā

(মীর তকী মীর)

তার স্মৃতি তো এত সুন্দর কিছুও নয় মীর
তবু কেন তাকে ভোলে না এই হৃদয়

yaad us kī itnī ḳhuub nahīñ 'mīr' baaz aa
nādān phir vo jī se bhulāyā na jāegā

(মীর তকী মীর)

এই অবচেতন মন আমায় কোথায় নিয়ে গেল বলো তো
আমি দীর্ঘকাল নিজের অপেক্ষাতেই বসে আছি

be-ḳhudī le ga.ī kahāñ ham ko
der se intizār hai apnā

(মীর তকী মীর)



চাঁন ছিল, সুরুজ ছিল, ছিল ফুল-গোলাপ
তবু সব ছেড়ে আমার শুধুই তোমার প্রলাপ

phuul gul shams o qamar saare hī the
par hameñ un meñ tumhīñ bhaa.e bahut

(মীর তকী মীর)



এই শূন্য হৃদয়পুরীর
কী আর গল্প বলবো বলো
এই অভাগা নগরী তো শতবার লুট হয়ে গেছে

dil kī vīrānī kā kyā mazkūr hai
ye nagar sau martaba luuTā gayā

(মীর তকী মীর)

তাখাল্লুস : 'দাগ'
প্রকৃত নাম : নবাব মির্জা খান
জন্মতারিখ : ২৫ মে, ১৮৩১ ঈসায়ী
জন্মস্থান : দিল্লি, ভারত
মৃত্যু : ১৭ মার্চ, ১৯০৫ ঈসায়ী



আমাদের হৃদয় কখনোই সমান হতে পারবে না
তোমারটা কাঁচ হতে পারবে না, আমারটা পাথর হতে পারবে না

tumhārā dil mire dil ke barābar ho nahīñ saktā
vo shīsha ho nahīñ saktā ye patthar ho nahīñ saktā

(দাগ দেহলভি)

তুমি তাকেই বানাও ছাই, যে তোমার হৃদয়ে এসে মেলে
ও আমার জান, ভালোবাসার মানুষ কিন্তু বড়ই মুশকিলে মেলে

milāte ho usī ko ḳhaak meñ jo dil se miltā hai
mirī jaañ chāhne vaalā baḌī mushkil se miltā hai

(দাগ দেহলভি)

আমি নিজের অবস্থা বললাম, তুমি তা অভিযোগ ভেবে নিলে
দেখো আমি বলছি এক, আর তুমি উল্টোটা বুঝে নিলে

arz-e-ahvāl ko gilā samjhe
kyā kahā maiñ ne aap kyā samjhe

(দাগ দেহলভি)



কী এক জীবন আমি কাটিয়ে দিলাম
হৃদয় বাজি রেখে তাতে হেরেও গেলাম

ham bhī kyā zindagī guzār gae
dil kī baazī lagā ke haar gae

(দাগ দেহলভি)



সেই পাষাণ রইলো না হৃদয়ে, রয়ে গেল কেবলই ব্যথা
কে থেকে গেল চিরতরে, আর কার থাকার ছিল কথা

rahā na dil meñ vo bedard aur dard rahā
muqīm kaun huā hai maqām kis kā thā

(দাগ দেহলভি)

হতাশা আমার এতটাই বেড়ে গেছে যে
আজকাল আশা করতেও আশা জাগে

nā-umīdī baḌh ga.ī hai is qadar
aarzū kī aarzū hone lagī

(দাগ দেহলভি)

চেয়েছি শুধুই তোমায়, আমার দোষ কি তাতে বলো
তোমার মত কাউকে কখনো, কোথাও পাবো বলো?

tum ko chāhā to ḳhatā kyā hai batā do
mujh ko dūsrā koī to apnā sā dikhā do mujh ko

(দাগ দেহলভি)

ভাগ্যে যার সুখ আসে, দুঃখ আসে সেই তারও
বাজে খুশির ঢাকঢোল যেথায়— বাজে বেদনার সেতারও

falak detā hai jin ko aish un ko ġham bhī hote haiñ
jahāñ bajte haiñ naqqāre vahāñ mātam bhī hotā hai

(দাগ দেহলভি)



তাখাল্লুস : 'আকবর'
প্রকৃত নাম : সৈয়দ আকবর হুসাইন রিজভী
জন্মতারিখ : ১৬ নভেম্বর, ১৮৪৬ ঈসায়ী
জন্মস্থান : এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ, ভারত
মৃত্যু : ০৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২১ ঈসায়ী

আমরা হা করলেও দেখি বদনাম জুড়ে গেছে
আর ওরা খুন করলেও, দেখি না কারো যায় আসে

ham aah bhī karte haiñ to ho jaate haiñ badnām
vo qatl bhī karte haiñ to charchā nahīñ hotā

(আকবর এলাহাবাদি)

নামাজের সময়ও আমার মরণ চিন্তা আসে
খোদাকে ডাকতে গিয়ে, না খোদা-ই ডেকে বসে

rahtā hai ibādat meñ hameñ maut kā khaTkā
ham yād-e-Ḳhudā karte haiñ, kar le na Ḳhudā yaad

(আকবর এলাহাবাদি)

লোকে বলে— সময় মানুষকে বদলে দেয়
কিন্তু সাহসী তো সে— যে সময়কেই বদলে দেয়

log kahte haiñ badaltā hai zamāna sab ko
mard vo haiñ jo zamāne ko badal dete haiñ

(আকবর এলাহাবাদি)

খোদার কাছে চাও আকবর, যা কিছু তোমার চাই
এই সেই দুয়ার যেইখানে তোমার, চাইতে শরম নাই

Ḳhudā se maañg jo kuchh māñgnā hai ai 'akbar'
yahī vo dar hai ki zillat nahīñ savāl ke ba.ad

(আকবর এলাহাবাদি)

এতটুকুই জেনেছি আমি তোমার পরিচয়
তুমি কেবল হৃদয়ে আসো, মস্তিষ্কে নয়

bas jaan gayā maiñ tirī pahchān yahī hai
tū dil meñ to aatā hai samajh meñ nahīñ aatā

(আকবর এলাহাবাদি)

কোনো সুলতানের সৈন্যের সামনে
মাথা নত করেনি আকবর
অথচ ঠিকই শহীদ হয়ে গেছে
প্রিয়তমার ধমকে!

akbar dabe nahīñ kisī sultāñ kī fauj se
lekin shahīd ho ga.e biivī kī nauj se

(আকবর এলাহাবাদি)

আমি যখন বলি 'ইয়া আল্লাহ! আমার হাল তো দেখো নাকি'
জবাব আসে 'আগে নিজের আমলনামা দেখো দেখি'

jab maiñ kahtā huuñ ki yā Allāh merā haal dekh
hukm hotā hai ki apnā nāma-e-āmāl dekh

(আকবর এলাহাবাদি)

বিচ্ছেদে হয়তো মরণ এসেছিল কারও কারও
আমার তো হায় ঘুম পর্যন্ত আসে না

aa.ī hogī kisī ko hijr meñ maut
mujh ko to niiñd bhī nahīñ aatī

(আকবর এলাহাবাদি)

বদনাম হয়ে যাবে জেনে গেলে লোক
কিবা আর করি বলো! মনে শুধু তুমিনামি ঝোঁক

ishq ke iz.hār meñ har-chand rusvā.ī to hai
par karūñ kyā ab tabī.at aap par aa.ī to hai

(আকবর এলাহাবাদি)

যেদিকেই তাকাই সবাই লিডার, ফলোয়ার তবে কে?
সবাই যদি জেনারেল হবে, সৈন্য হবে কে?

leaderoñ kī dhuum hai aur follower koī nahīñ
sab to general haiñ yahāñ āḳhir sipāhī kaun hai

(আকবর এলাহাবাদি)

ফুলের সাথে আমি দেব না তোমার তুলনা
সেও ফোটে ঠিক তবু তোমার মত (অপরূপ) না

tashbīh tire chehre ko kyā duuñ gul-e-tar se
hotā hai shagufta magar itnā nahīñ hotā

(আকবর এলাহাবাদি)

সে আমাকে তার গুণাহগার তো বানাক
শত জীবন দিয়ে তার শাস্তি টেনে নেব বুকে

sau jaan se ho jā.ūñgā raazī maiñ sazā par
pahle vo mujhe apnā gunahgār to kar le

(আকবর এলাহাবাদি)

শুনেছি গণিতে আপনার বড়ই দক্ষতা
এই বিরহের রাতটার দৈর্ঘ্য মেপে দিন তো

da.avā bahut baḌā hai riyāzī meñ aap ko
tūl-e-shab-e-firāq ko to naap dījiye

(আকবর এলাহাবাদি)

মধুর সুরে সে বললো যখন
'এই নিন আপনার পান হাজির'
কেয়ামত এলো, জুলুম হলো
তার তরে মোর প্রাণ হাজির

lagāvaT kī adā se un kā kahnā pàan hāzir hai
qayāmat hai sitam hai dil fidā hai jaan hāzir hai

(আকবর এলাহাবাদি)



তাখাল্লুস : 'মুজতার'
প্রকৃত নাম : সৈয়দ মুহাম্মদ ইফতেখার হুসাইন রিজভী
জন্মতারিখ : ১৮৬৫ ঈসায়ী
জন্মস্থান : খাইরাবাদ, উত্তর প্রদেশ, ভারত
মৃত্যু : ২০ মার্চ, ১৯২৭ ঈসায়ী

গুণাহই আমার অধিক, নাকি অধিক— ক্ষমা তোমার
তুমিই বলো হিসেব করে, ও দয়াল মাবুদ আমার

mire gunāh ziyāda haiñ yā tirī rahmat
karīm tū hī batā de hisāb kar ke mujhe

(মুজতার খাইরাবাদি)

না কারো চোখের নূর আমি, না কারো হৃদয়ের শান্তি আমি
যা কাজেই আসেনি কখনো কারো, সেই এক মুঠো ধুলিকণা আমি

na kisī kī aañkh kā nuur huuñ na kisī ke dil kā qarār huuñ
jo kisī ke kaam na aa sake maiñ vo ek musht-e-ġhubār huuñ

(মুজতার খাইরাবাদি)

আমার সময় আমায় ছেড়ে গেছে, আমার রূপ সৌন্দর্য ক্ষয়ে গেছে
যে বাগান হয়েছে হেমন্তে উজাড়, আমি তো তারই বসন্তের ফসল

mirā vaqt mujh se bichhaḌ gayā mirā rañg-rūp bigaḌ gayā
jo ḳhizāñ se baaġh ujaḌ gayā maiñ usī kī fasl-e-bahār huuñ

(মুজতার খাইরাবাদি)

আমি তো প্রাণবন্ত সুর নই, আমাকে শুনে কেউ করবেটা কী
আমি গভীর বেদনার ধ্বনি, আমি নির্মম দুঃখের আহাজারি

maiñ nahīñ huuñ naġhma-e-jāñ-fazā mujhe sun ke koī karegā kyā
maiñ baḌe birog kī huuñ sadā maiñ baḌe dukhī kī pukār huuñ

(মুজতার খাইরাবাদি)

আমি নই কারো প্রিয়জন, আমি নই কারো প্রতিদ্বন্দি
যা ভেঙেচুরে গেছে তার নসিব আমি
যা উজাড় হয়েছে তার আশ্রয় আমি

na maiñ 'muztar' un kā habīb huuñ na maiñ 'muztar' un kā raqīb
huuñ jo bigaḌ gayā vo nasīb huuñ jo ujaḌ gayā vo dayār huuñ

(মুজতার খাইরাবাদি)

তুমি চাইলে চোখের পলকে মাটিতে ফুটবে ফুলও
আমি চাইলে দরিয়াও আমায় দেয়না একটু জলও

tum agar chāho to miTTī se abhī paidā hoñ phuul
maiñ agar māñgūñ to dariyā bhī na de paanī mujhe

(মুজতার খাইরাবাদি)

আমার পিপাসার্ত চোখের এমনই ক্ষমতা
যাকেই দেখবো ভালোবেসে, সে 'তুমি' হয়ে যাবে

merī armān bharī aañkh kī tāsīr hai ye
jis ko maiñ pyaar se dekhūñgā vahī tū hogā

(মুজতার খাইরাবাদি)

কারো সাথে খারাপ কিছু না করেও আমি খারাপ
অথচ কখনো কারো ভালো না করেও
তোমরা ঠিকই ভালো

burā huuñ maiñ jo kisī kī burā.iyoñ meñ nahīñ
bhale ho tum jo kisī kā bhalā nahīñ karte

(মুজতার খাইরাবাদি)

দিলের আলাপ বলতে হলো দুশমনের কাছে
ফুলের গল্প বলতে হলো কাঁটার কাছে

hāl-e-dil aġhyār se kahnā paḌā
gul kā qissa ḳhaar se kahnā paḌā

(মুজতার খাইরাবাদি)

কবরের উপর ভিড় হলেই বা কী
যে মরে গেল, সে তো নিচে পুরোপুরি একা

qabr par kyā huā jo melā hai
marne vaalā nirā akelā hai

(মুজতার খাইরাবাদি)

আমার নিঃসঙ্গতা দেখে
মরুভূমির হৃদয়ও বাগান হয়ে গেল

rañj-e-ġhurbat meñ dekh kar mujh ko
dil-e-sahrā bhī baaġh baaġh huā

(মুজতার খাইরাবাদি)

তীক্ষ্ণ এক ছুরি দেখে তার কোমল সে হাতে
গলা আমার গেল কেটে হাসিতে হাসিতে

un kā ik patlā sā ḳhanjar un kā ik nāzuk sā haath
vo to ye kahiye mirī gardan ḳhushī meñ kaT ga.ī

(মুজতার খাইরাবাদি)

আমার একখানা হৃদয়কে ঘিরেছে তার দুইখানা বেণী
একজনা বলে– আমি তার, তো আরেকজনা বলে– সে আমার

hamāre ek dil ko un kī do zulfoñ ne gherā hai
ye kahtī hai ki merā hai vo kahtī hai ki merā hai

(মুজতার খাইরাবাদি)

আমার সারাটা জীবনে দুঃসময় এসেছে কেবল দু'বার
এক.তুমি আসার আগে, আরেক তুমি চলে যাবার পর

vaqt do mujh par kaThin guzre haiñ saarī umr meñ
ik tire aane se pahle ik tire jaane ke baad

(মুজতার খাইরাবাদি)



তাখাল্লুস : 'ইকবাল'
প্রকৃত নাম : মোহাম্মদ ইকবাল
জন্মতারিখ : ০৯ নভেম্বর, ১৮৭৭ ঈসায়ী
জন্মস্থান : পাঞ্জাব, পাকিস্তান
মৃত্যু : ২১ এপ্রিল, ১৯৩৮ ঈসায়ী

অনুশোচনায় অশ্রু আমার ঝরলো যত ফোঁটা
পরম করুণাময় মুক্তো ভেবে, তুলে নিলেন সবকটা

motī samajh ke shān-e-karīmī ne chun liye
qatre jo the mire araq-e-infi.āl ke

(আল্লামা ইকবাল)

মানলাম আমি তোমার দীদারের যোগ্য নই
তবু আমার আকাঙ্ক্ষা তো দেখো, আমার অপেক্ষা তো দেখো

maanā ki terī diid ke qābil nahīñ huuñ maiñ
tū merā shauq dekh mirā intizār dekh

(আল্লামা ইকবাল)

তুমি তো বাজপাখি— ওড়াই তোমার কাজ
তুমি ওড়ো; সামনে তোমার আরও আসমান বাকি

tū shāhīñ hai parvāz hai kaam terā
tire sāmne āsmāñ aur bhī haiñ

(আল্লামা ইকবাল)

দুনিয়ার কোলাহলে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি, ইয়া রব
নিজের অন্তরই যখন মরে গেছে, তখন আর কীসের উৎসব

duniyā kī mahfiloñ se uktā gayā huuñ yā Rab
kyā lutf anjuman kā jab dil hī bujh gayā ho

(আল্লামা ইকবাল)

মানুষের কাছে আশা রাখো তুমি, খোদার কাছে নয়
এবার তবে বলো–
কাফের কারে বলে, আর অবিশ্বাস কারে কয়

butoñ se tujh ko umīdeñ Ḳhudā se naumīdī
mujhe batā to sahī aur kāfirī kyā hai

(আল্লামা ইকবাল)

এ তো ব্যবসা নয়, এ তো খোদার ইবাদত
ও আমার অবুঝ মন
তুমি প্রতিদানের আশা ছেড়ে দাও

saudā-garī nahīñ ye ibādat Ḳhudā kī hai
ai be-ḳhabar jazā kī tamannā bhī chhoḌ de

(আল্লামা ইকবাল)

ও মাঝি, তুমি কি আর আমায় বাঁচাবে ডুবে যাওয়া থেকে
ডুবে যাওয়াই যার নিয়তি, সে ডুবে যায় হাঁটুজলেও

mujhe rokegā tū ai nāḳhudā kyā ġharq hone se
ki jin ko Dūbnā hai Duub jaate haiñ safīnoñ meñ

(আল্লামা ইকবাল)

নিজেকেই আমি খুঁজে ফিরে মরি, ও ইকবাল
যেন এ যাত্রায়— আমিই যাত্রী, আমিই আমার গন্তব্য

DhūñDtā phirtā huuñ maiñ 'iqbāl' apne aap ko
aap hī goyā musāfir aap hī manzil huuñ main

(আল্লামা ইকবাল)

নিজেকে এতটা উচ্চতায় নিয়ে যাও
যেন প্রতিটি নসিব লেখার আগে
স্বয়ং খোদা তোমায় জিজ্ঞাসা করেন
'বল বান্দা তোর কী কী লাগে!'

ḳhudī ko kar buland itnā ki har taqdīr se pahle
Ḳhudā bande se ḳhud pūchhe batā terī razā kyā hai

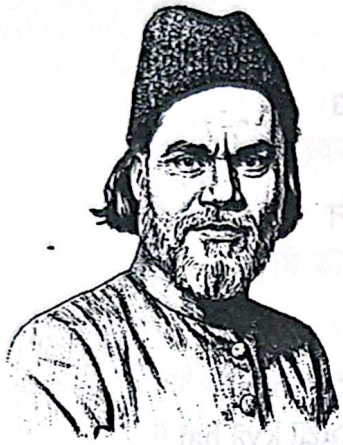
(আল্লামা ইকবাল)

মুসলমানের সব ফেরকা একে-অপরকে কাফের বলে ডাকে
শুধু ঐ কাফেরই তাদের একত্রে মুসলমান বলে ডাকে

musalmānō ke sab firqē ek dūsre ko kāfir kehtē hain
sirf wohī kāfir hī unhein ek sāth musalmān kehtē hain

(আল্লামা ইকবাল)

[শেষের শায়েরিটি আল্লামা ইকবালের নামে প্রচলিত; তবে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।]



তাখাল্লুস : 'জিগর'
প্রকৃত নাম : আলি সিকান্দার
জন্মতারিখ : ০৬ এপ্রিল, ১৮৯০ ঈসায়ী
জন্মস্থান : মোরাদাবাদ, উত্তর প্রদেশ, ভারত
মৃত্যু : ০৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ ঈসায়ী

ইশক এত সহজ নয় ও'আশিক
শুধু এইটুকু জাইনা রাখো তুমি
এই প্রেম একখানা আগুনের নদী
আর তাতে ডুবলে পরে— তবেই তুমি প্রেমিক

ye ishq nahīñ āsāñ itnā hī samajh lījiye
ik aag kā dariyā hai aur Duub ke jaanā hai

(জিগর মোরাদাবাদি)

এই হৃদয়ে কারো পথ খোদাই করে যাচ্ছি আমি
কত সুন্দর এক গুণাহই না করে যাচ্ছি আমি

dil meñ kisī ke raah kiye jā rahā huuñ maiñ
kitnā hasīñ gunāh kiye jā rahā huuñ main

(জিগর মোরাদাবাদি)

বুকপাঁজরে রেখেও, এই হৃদয় হয়নিকো কভু আমার
আর ব্যাস! মুচকি হেসেই, তা তুমি করে নিলে তোমার

ham ne siine se lagāyā dil na apnā ban sakā
muskurā kar tum ne dekhā dil tumhārā ho gayā

(জিগর মোরাদাবাদি)

সময় এমনও আসে
যখন হাসিই সবচেয়ে বড় বেদনা

ek aisā bhī vaqt hotā hai
muskurāhaT bhī aah hotī hai

(জিগর মোরাদাবাদি)

সে নিজের বানালো, বানিয়ে ছেড়েও দিল
সে কি আমায় বন্দিত্ব দিল নাকি মুক্তি দিল

us ne apnā banā ke chhoḌ diyā
kyā asīrī hai kyā rihā.ī hai

(জিগর মোরাদাবাদি)

এমনভাবে জীবন কাটাচ্ছি তোমায় ছাড়া আমি
যেন কোনো অপরাধ করে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত আমি

yuuñ zindagī guzār rahā huuñ tire baġhair
jaise koī gunāh kiye jā rahā huuñ main

(জিগর মোরাদাবাদি)

আমার বাগানপিয়াসী মন
শুধু ফুল নয়, সন্ধি আমার কাঁটার সাথেও

gulshan-parast huuñ mujhe gul hī nahīñ aziiz
kāñToñ se bhī nibāh kiye jā rahā huuñ maiñ

(জিগর মোরাদাবাদি)

তোমার ঐ চোখজোড়া সুন্দর, সুন্দর তোমার ঐ চোখের জল
মন চায় যেন সেখানেই আমি ডুবে যাই
আমি ডুবে যাই অতল

hasīñ terī āñhkeñ hasīñ tere aañsū
yahīñ Duub jaane ko jī chāhtā hai

(জিগর মোরাদাবাদি)

কাহওয়াপর্ব

আহা কী মনোহর এই রাত! কী সুনেহরা এই ওয়াক্ত!

আমাদের মেহফিল আজ সত্যিই জমে জমজমাট। শায়েরদের রুহানি আওয়াজ আর আপনাদের 'ওয়াহ! ওয়াহ! কিয়া বাত!'— এর মুহুর্মুহু ধ্বনি-প্রতিধ্বনি একত্রে মিশে এই আসর'কে করে তুলেছে আরও বেশি খুবসুরত!

প্রিয় আহলে-মেহফিল
এতক্ষণে নিশ্চয়ই গলা শুকিয়ে এসেছে একটু? কিন্তু সাবধান! রাত এখনো অনেক বাকি, বাত এখনো বহুত বাকি। তবে চলুন, একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক, একটু গলা ভেজানো যাক।

হাতে তুলে নিন কাহওয়ার পেয়ালা। কাশ্মিরি এলাচ, দারচিনির সুবাসে নিজেদের প্রস্তুত করে ফেলুন রাতের বাকি সমারোহের জন্য! আর চলুন, এই চা-বিরতিতে আপনাদের শুনিয়ে ফেলি আমাদের শায়েরি সম্রাট, অমর রসবোধের জাদুকর মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব-এর আম নিয়ে দুটি মজার কাহিনি।

শেষ মোঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহের সভাকবি ছিলেন মির্জা গালিব। বাহাদুর শাহ নিজেও একজন কবি ছিলেন। লালকেল্লায় উভয়ের আড্ডা হতো প্রায়ই।

এক আমের মৌসুমে মির্জা গালিব একদিন লাল কেল্লায় গেলেন। সেখানেই সম্রাটের সঙ্গে বাগ-এ-হায়াত বকশ; মাহতাব বাগানে ঘুরছিলেন। বাগানটির আম গাছগুলিতে নানা ধরণের আম ঝুলছিল। সেই আম ছিল বাদশাহী আম, বাদশাহী মহলের বাইরে কারো খাওয়ার অনুমতি নেই।

গালিবের দৃষ্টি আটকে গেল সেই সোনালি আমগুলোর দিকে। আমের দিকে তাঁর দৃষ্টি এমন নিমগ্ন যেন কিছু একটা নিয়ে চিন্তিত তিনি। বাদশাহ তা খেয়াল করে কৌতুহলভরে জিজ্ঞেস করলেন –

'মির্জা, এত মনোযোগ দিয়ে দেখছোটা কী তুমি?'

গালিব বিনীত স্বরে সঙ্গেসঙ্গে উত্তর দিলেন –
"হুজুর, শুনেছি কোনো এক জ্ঞানী বলেছেন

'বরসরে হর দানা বনোশতা অয়াঁ
কায়ী ফঁলা ইবনে ফঁলা ইবনে ফঁলা'

এর মানে– প্রতিটি ফলের উপর নাকি তার খাদকের নাম, খাদকের পিতার নাম ও তার পিতামহের নাম লেখা থাকে। আমি শুধু খুঁজে দেখছি, কোন আমে আমার আর আমার বাপ-দাদার নাম লেখা আছে!"

এ শুনে বাদশাহ সজোরে হেসে উঠলেন। গালিবের মনোবাসনা টের পেলেন। সেই দিনই রাজদরবার থেকে এক ঝুড়ি শাহী আম পাঠানো হলো গালিবের বাড়িতে।



মির্জা গালিবের এক প্রিয় বন্ধু ছিলেন হাকিম রজিউদ্দিন খাঁ। তবে দুজনের রুচি এক জায়গায় মিলত না; হাকিম সাহেব আম একেবারেই পছন্দ করতেন না আর গালিব ছিলেন ভীষণ আমপ্রেমী।

একদিন তারা দুজনে দিল্লির পথে হাঁটছেন। এমন সময় রাস্তা পার হচ্ছিল দুটি গাধা। গলির এক পাশে পড়েছিল কিছু আমের খোসা। গাধাগুলো থেমে খোসাগুলো শুঁকল, কিন্তু না খেয়েই ফেলে চলে গেল।

এই দৃশ্য দেখে হাকিম মুচকি হেসে বললেন,
'দেখলেন তো মির্জা সাহেব? কী আশ্চর্য ফল যা গাধারাও খেতে চায় না!'
গালিব সঙ্গে সঙ্গে পালটা হেসে উত্তর দিলেন,
'একদম ঠিক বলেছেন হাকিম সাহেব! শুধু ঐ গাধারাই তো আম খায় না!'

কী বুদ্ধিদীপ্ত আর রসিক ছিলেন আমাদের গালিব, তাই না?

আচ্ছা, এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমাদের চায়ের পেয়ালা ফাঁকা হয়ে গেছে। তাহলে চলুন, আবার মেহফিল শুরু করা যাক। আমাদের পরবর্তী শায়েরগণও প্রস্তুত; তাঁদের শব্দ, ছন্দ, শের আর সুরের জাদুতে আবারো ডুব দেয়া যাক—

ইরশাদ! ইরশাদ!



তাখাল্লুস : 'ফয়েজ'
প্রকৃত নাম : ফয়েজ আহমেদ
জন্মতারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯১১ ঈসায়ী
জন্মস্থান : শিয়ালকোট, পাঞ্জাব, পাকিস্তান
মৃত্যু : ২০ নভেম্বর, ১৯৮৪ ঈসায়ী

ও আমার নিঃসঙ্গ হৃদয়— কেউ কি তবে এলো?
না না, কেউ না, কেউ আসেনি
হয়তো পথচারী-ই হবে, সে তার পথেই চলে যাবে
তোমার নির্ঘুম জানালার কপাট বন্ধ করো
ক্লান্ত দুয়ারে লাগিয়ে দাও তালা
এখানে আর কেউ আসে না, আর কেউ আসেনি
আর কেউ আসবেও না
কেউ না, কেউ না!

phir koī aayā dil-e-zār, nahīñ koī nahīñ
rāh-rau hogā kahīñ aur chalā jā.egā
apne be-ḳhvāb kivāḌoñ ko muqaffal kar lo
ab yahāñ koī nahīñ koī nahīñ aa.egā

(ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ)

তোমার পাশে যখন আমার একটু মেলে ঠাঁই
সারা দুনিয়া তখন যেন দূরে সরে যায়

saarī duniyā se duur ho jaa.e
jo zarā tere paas ho baiThe

(ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ)



প্রেমের খেলায় ধরতে বাজি ভয় কিসের
জিতে গেলে তো জিতেই গেলাম
হেরে গেলে'ওবা— পরাজয় কিসের?

gar baazī ishq kī baazī hai jo chāho lagā do Dar kaisā
gar jiit ga.e to kyā kahnā haare bhī to baazī maat nahīñ

(ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ)



আমরা যখন দূরে ছিলাম, তখনই ছিলাম বেশি কাছে
এখন কাছে এসে দেখি, দূরে চলে যাই বারবার

judā the ham to mayassar thiiñ qurbateñ kitnī
baham hue to paḌī haiñ judā.iyāñ kyā kyā

(ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ)

জগতের দুঃখ গণনা করছিলাম
তোমায় মনে পড়লো অগণিতবার

kar rahā thā ġham-e-jahāñ kā hisāb
aaj tum yaad be-hisāb aae

(ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ)

সে আসছে, সে আসছে, সে নিশ্চয়ই আসছে
এই বলে বলে বিরহের রাত পার করে দিলাম

vo aa rahe haiñ vo aate haiñ aa rahe hoñge
shab-e-firāq ye kah kar guzār dī ham ne

(ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ)

তোমার কথা আমার মনে পড়েছে রাতভর
ঐ জোছনা যন্ত্রণা দিয়েছে রাতভর

aap kī yaad aatī rahī raat bhar
chāñdnī dil dukhātī rahī raat bhar

(ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ)

হে হৃদয়, কবে থামবে বলো এই ব্যথা, কবে শেষ হবে এই রাত
শুনেছি সে আসবে ফিরে, শুনেছি সে আনবে প্রভাত

kab Thahregā dard ai dil kab raat basar hogī
sunte the vo āeñge sunte the sahar hogī

(ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ)

এ হৃদয় ঠিকই জানে— সে আসবে না ফিরে
তবু দাঁড়িয়ে আছে, অনিশ্চিত অপেক্ষার তীরে

jāntā hai ki vo na āeñge
phir bhī masrūf-e-intizār hai dil

(ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ)

দোজাহান তোমার প্রেমে হারিয়ে
সে যাচ্ছে চলে— এক বিরহের রাত পেরিয়ে

donoñ jahān terī mohabbat meñ haar ke
vo jā rahā hai koī shab-e-ġham guzār ke

(ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ)



তাখাল্লুস : 'সাহির'
প্রকৃত নাম : আব্দুল হাই ফজল মোহাম্মদ
জন্মতারিখ : ০৮ মার্চ, ১৯২১ ঈসায়ী
জন্মস্থান : লুধিয়ানা, পাঞ্জাব, ভারত
মৃত্যু : ২৫ অক্টোবর, ১৯৮০ ঈসায়ী

হাজারো বজ্র পড়ুক আর লাখো উঠুক ঝড়
যে ফুল ফোটার সে ফুটবেই অতঃপর

hazār barq gire laakh āñdhiyāñ uTTheñ
vo phuul khil ke raheñge jo khilne vaale haiñ

(সাহির লুধিয়ানভি)

শান্তি চাই; তাই বলে জুলুমের সাথে সন্ধি করে নয়
যদি যুদ্ধই অনিবার্য— তাতে কভু, করি নাকো ভয়

ham amn chāhte haiñ magar zulm ke ḳhilāf
gar jañg lāzmī hai to phir jañg hī sahī

(সাহির লুধিয়ানভি)

যেখানে দুঃখ আর সুখের মাঝে কোনো তফাত নেই
আমি নিজেকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি ক্রমশ

ġham aur ḳhushī meñ farq na mahsūs ho jahāñ
maiñ dil ko us maqām pe laatā chalā gayā

(সাহির লুধিয়ানভি)

তোমার দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা সব আমাকে দাও
প্রিয়তমা তোমার দুঃখের কসম
ঐ হৃদয়ের নির্জনতা আমাকে দাও

tum apnā ranj-o-ġham apnī pareshānī mujhe de do
tumheñ ġham kī qasam is dil kī vīrānī mujhe de do

(সাহির লুধিয়ানভি)

হয়রান হয়ে গেছি আমি জীবনের টানাপোড়েনে
না জানি কখন প্রত্যাখান করে বসি এই দিন দুনিয়া

tañg aa chuke haiñ kashmakash-e-zindagī se ham
Thukrā na deñ jahāñ ko kahīñ be-dilī se ham

(সাহির লুধিয়ানভি)

ভালোবাসার অপরাধে তারা আমাদের শাস্তি দেয়
কতই না বোকা তারা, আগুনে দেখো বাতাস দেয়

jurm-e-ulfat pe hameñ log sazā dete haiñ
kaise nādān haiñ sho.aloñ ko havā dete haiñ

(সাহির লুধিয়ানভি)

যুগের শত বিপ্লবের ঐ একই বুনিয়াদ (ভিত্তি)
হক্বদার যখন হক্ব পায়না– তার করুণ আর্তনাদ

inqilābāt-e-dahr kī buniyād
haq jo haqdār tak nahīñ pahuñchā

(সাহির লুধিয়ানভি)

তুমি আমার আর কোনো দোষ খুঁজো না, দোহাই লাগে
এক তোমায় চেয়েছি— এর চে বড় দোষ আর কী বা আছে

tum mere liye ab koī ilzām na DhūñDo
chāhā thā tumheñ ik yahī ilzām bahut hai

(সাহির লুধিয়ানভি)



তাখাল্লুস : 'মুনীর'
প্রকৃত নাম : মুহাম্মদ মুনীর খান
জন্মতারিখ : ১৯ এপ্রিল, ১৯২৮ ঈসায়ী
জন্মস্থান : হোশিয়ারপুর, পাঞ্জাব, ভারত
মৃত্যু : ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৬ ঈসায়ী

আমার দেরি হয়ে যায়
কেবলই দেরি হয়ে যায়
কোনো কাজ করতে গেলে
জরুরি কথা বলতে গেলে
কারো ওয়াদা রাখতে গেলে
তার নাম ধরে ডাকতে গেলে
'ফিরে এসো' তাকে সাধতে গেলে
আমার দেরি হয়ে যায়, কেবলি দেরি হয়ে যায়

hamesha der kar detā huuñ maiñ har kaam karne meñ
zarūrī baat kahnī ho, koī va.ada nibhānā ho
use āvāz denī ho, use vāpas bulānā ho
hamesha der kar detā huuñ maiñ

(মুনীর নিয়াজি)

ডাক দিয়ে তো দেখো— হয়তো সে সাড়া দেবে
নইলে সারা জীবনের এই সফর, বিফলে চলে যাবে

āvāz de ke dekh lo shāyad vo mil hī jaa.e
varna ye umr bhar kā safar rā.egāñ to hai

(মুনীর নিয়াজি)

এ কোন নেশায় এ কোন মোহে ডুবে আছি আমি হায়
তুমি এসে আবার চলেও গেছো, অথচ আমি এখনো অপেক্ষায়

ye kaisā nashsha hai maiñ kis ajab ḳhumār meñ huuñ
tū aa ke jā bhī chukā hai maiñ intizār meñ huuñ

(মুনীর নিয়াজি)

আমি এমন এক মানুষকে চিনি মুনীর
শোকে পাথর হয়ে গেছে অথচ এক ফোঁটাও কাঁদেনি

jāntā huuñ ek aise shaḳhs ko maiñ bhī 'munīr'
ġham se patthar ho gayā lekin kabhī royā nahīñ

(মুনীর নিয়াজি)

'ভালোবাসা' এখন হবে না, হবে কিছুদিন পর
হারিয়ে যাবে যখন এই দিনগুলো, তখন তার স্মৃতির উপর

mohabbat ab nahīñ hogī ye kuchh din baad meñ hogī
guzar jā.eñge jab ye din ye un kī yaad meñ hogī

(মুনীর নিয়াজি)

তুমি আমার জন্যে এত হয়রান কেন হও?
আমি ডুবে গেলেও ঠিক সাঁতরে উঠবো
কোথাও না কোথাও

tum mere liye itne pareshān se kyuuñ ho
maiñ Duub bhī jaatā to kahīñ aur ubhartā

(মুনীর নিয়াজি)

ইচ্ছে তো ছিল এই ঘর ছেড়ে চলে যাবো দূর বহুদূর
আবার মনের এক কোণে ছিল সেই ঘরেতেই ফেরার টান

ḳhvāhisheñ haiñ ghar se bāhar duur jaane kī bahut
shauq lekin dil meñ vāpas lauT kar aane kā thā

(মুনীর নিয়াজি)

বেঁচে থাকলেই বা কী, মরে গেলেই বা কী
চুপচাপ এই জীবনটা কাটিয়ে দিলেই বা কী

zinda raheñ to kyā hai jo mar jaa.eñ ham to kyā
duniyā se ḳhāmushī se guzar jaaeñ ham to kyā

(মুনীর নিয়াজি)

মুনীর, শুরু থেকেই পথটা আমার ভুল ছিল
এ ভ্রমণে ব্যর্থ হয়ে তবেই আমার হুঁশ হলো

thā 'munīr' āġhāz hī se rāsta apnā ġhalat
is kā andāza safar kī rā.igānī se huā

(মুনীর নিয়াজি)

এ হৃদয়ে যন্ত্রণা আমার আমরণ থাকবে সাথে
এক দুঃখের দরিয়া পারি দিলে'ওবা যায় কী আসে তাতে

dil kī ḳhalish to saath rahegī tamām umr
dariyā-e-ġham ke paar utar jaa.eñ ham to kyā

(মুনীর নিয়াজি)



তাখাল্লুস : 'ফারায'
প্রকৃত নাম : সৈয়দ আহমেদ শাহ্
জন্মতারিখ : ১২ জানুয়ারি, ১৯৩১ ঈসায়ী
জন্মস্থান : কোহাট, পাকিস্তান
মৃত্যু : ২৫ আগস্ট, ২০০৮ ঈসায়ী

অভিমান করেছো মানি
তবু এ হৃদয় দুখাতে হলেও এসো
এসো, তুমি এসো
আবার আমায় ছেড়ে যেতে হলেও এসো

ranjish hī sahī dil hī dukhāne ke liye aa
aa phir se mujhe chhoṛ ke jaane ke liye aa

এক জনম আমি কান্না ধরে আছি বুকে
স্বস্তি নেই, শান্তি নেই
ও আমার আত্মার সুকুন
আমাকে তুমি কাঁদাতে হলেও এসো

ik 'umr se huuñ lazzat-e-girya se bhī mahrūm
ai rāhat-e-jāñ mujh ko rulāne ke liye aa

(আহমেদ ফারায)

এই চাতক মন আমার
তুমি আসবে জেনে চেয়ে আছে আজো
এসো তুমি এসো, এই আশার প্রদীপ নেভাতে হলেও এসো

ab tak dil-e-ḳhush-fahm ko tujh se haiñ umīdeñ
ye āḳhirī sham'eñ bhī bujhāne ke liye aa

আর কাকেই বা বলবো বলো
এই বিচ্ছেদের কী কারণ, বিরহের কী ব্যথা
তুমি আমার উপর রুষ্ঠ জানি
তবু এসো, লোক দেখাতে হলেও এসো

kis kis ko batā.eñge judā.ī kā sabab ham
tū mujh se ḳhafā hai to zamāne ke liye aa

(আহমেদ ফারাজ)

কারো তো ঘর থেকে বের হলেই গন্তব্য মিলে যায়
আর কারো— আমার মত জীবন কেটে যায় সফরেই

kisī ko ghar se nikalte hī mil ga.ī manzil
koī hamārī tarah umr bhar safar meñ rahā

(আহমেদ ফারাজ)

তুমি দেখি অভিনয়কেও আন্তরিকতা ভাবো ফারায
হাত মিলালেই কি আর সবাই বন্ধু হয়?

• tum takalluf ko bhī iḳhlās samajhte ho 'farāz'
dost hotā nahīñ har haath milāne vaalā

(আহমেদ ফারায)

জীবনের প্রতি আমার এতটুকুই অভিযোগ
এত দেরিতে কেন হলো তোমার সাথে আমার যোগ

zindagī se yahī gila hai mujhe
tū bahut der se milā hai mujhe

(আহমেদ ফারায)

তোমার অহংকারই যদি বাঁধা হয়
এই নাও আমিই হাত বাড়ালাম আগে

agar tumhārī anā hī kā hai savāl to phir
chalo maiñ haath baḌhātä huuñ dostī ke liye

(আহমেদ ফারায)

তুমি ভালোবেসে চালো প্রিয় যত খুশি চাল
আমি হেরে বসে আছি জেনো সেই কতকাল

tū mohabbat se koī chaal to chal
haar jaane kā hausla hai mujhe

(আহমেদ ফারায)

কত সহজই না ছিল প্রিয় তোমার বিচ্ছেদে মরে যাওয়া
তবু জান যেতে যেতে আমার একখানা জনম লেগে গেল

kitnā āsāñ thā tire hijr meñ marnā jānāñ
phir bhī ik umr lagī jaan se jaate jaate

(আহমেদ ফারায)

ও আমার পাগল মন
বেঁধেছো নিজেকে তুমি এমন এক মানুষের সাথে
যে না নিজের করেছে তোমায়! না হতে দিয়েছে অন্য কারো

dil bhī pāgal hai ki us shaḳhs se vābasta hai
jo kisī aur kā hone de na apnā rakkhe

(আহমেদ ফারায)

এমনভাবে জীবনখানা আমার কাটিয়ে দিলাম
যেন সারাটা জীবন আমি, পরের ঘরে ছিলাম

kuchh is tarah se guzārī hai zindagī jaise
tamām umr kisī dūsre ke ghar meñ rahā

(আহমেদ ফারায)

আমি মরে গেলে ফারায, সবাই কতই না খুশি হবে
শুধু ঐ একাকীত্ব কাঁদবে একা, তার সাথী হারানোর বেদনায়

mere mar jāne par sab kitne ḳhush hoṅge 'farāz'
bas ek tanhāī roye gī, ke merā hamsafar chal basā

(আহমেদ ফারায)

বসন্ত এলে যেই ফোটে বাগানেতে ফুল
তুমি ফিরে এলে ভেবে আমি করে ফেলি ভুল

phuul khilte haiñ to ham sochte haiñ
tere aane ke zamāne aa.e

(আহমেদ ফারায)

শুনেছি তার রূপের শোভা এতটাই মনোলোভা
এমনকি ফুলও তার পাপড়ি ফেলে তাকিয়ে থাকে

sunā hai us ke badan kī tarāsh aisī hai
ki phuul apnī qabā.eñ katar ke dekhte haiñ

(আহমেদ ফারায)

আমি কীভাবে যে বলি— আমার প্রাণে কেন সয় না
আমি করবোটা যে কী— তোমায় না দেখলে আমার হয় না

maiñ kyā kahūñ ki mujhe ṣabr kyuñ nahīñ ātā
maiñ kyā karūñ ki tujhe dekhne kī ādat hai

(আহমেদ ফারায)

এ কোন নজরে তুমি দেখলে বলো আমায়
সহে না সে দৃষ্টি প্রিয় আমার নাজুক হিয়ায়

ye kin nazroñ se tū ne aaj dekhā
ki terā dekhnā dekhā na jaa.e

(আহমেদ ফারায)



তাখাল্লুস : 'জউন'
প্রকৃত নাম : সৈয়দ সিবত-ই-আসগর নাকভি
জন্মতারিখ : ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩১ ঈসায়ী
জন্মস্থান : আমরোহা, উত্তর প্রদেশ, ভারত
মৃত্যু : ৮ নভেম্বর ২০০২ ঈসায়ী

আমি বড়ই আজব এক মানুষ
এতটাই আজব যে
নিজেকে চুরমার করে ফেলেছি
অথচ দেখো— কোনো আফসোস নেই

maiñ bhī bahut ajiib huuñ itnā ajiib huuñ ki bas
ḳhud ko tabāh kar liyā aur malāl bhī nahīñ

(জউন এলিয়া)

আর কী-ইবা ছিল বেচতে বাকি
নিজের চোখের স্বপ্নই যেখানে বেচে দিয়েছি

aur to kyā thā bechne ḳe liye
apnī āñkhoñ ke ḳhvāb beche haiñ

(জউন এলিয়া)

আমি এমন একটা জীবন পার করে দিলাম
যেখানে আমার একটা দিনও পার হবার কথা ছিল না

jo guzārī na jā sakī ham se
ham ne vo zindagī guzārī hai

(জউন এলিয়া)

আহা! আমার শান্তি কেন মেলে না
সে বাদে কি আর মানুষ নেই দুনিয়ায়?

ye mujhe chain kyuuñ nahīñ paḌtā
ek hī shaḳhs thā jahān meñ kyā

(জউন এলিয়া)

এই যে আসমানের দিকে চেয়ে থাকো সারাবেলা
কেউ কি থাকে ওখানে তোমার?

yuuñ jo taktā hai āsmān ko tū
koī rahtā hai āsmān meñ kyā

(জউন এলিয়া)

তুমি কতই মোহনীয়, আমিও শত হৃদয়জয়ী
অথচ কী নির্মম! আমরা সবাই একদিন মরে যাবো

kitnī dilkash ho tum kitnā dil-jū huuñ maiñ
kyā sitam hai ki ham log mar jā.eñge

(জউন এলিয়া)

হঠাৎ এত কাছে আসতেছো যে পাখি
ছাইড়া যাওনের ইচ্ছা হইছে নাকি?

bahut nazdīk aatī jā rahī ho
bichhaḌne kā irāda kar liyā kyā

(জউন এলিয়া)

মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে টের পেলাম
কখন পাখিরা ডানা থেকেও উড়তে পারে না

ab jo rishtoñ meñ bañdhā huuñ to khulā hai mujh par
kab parind uḌ nahīñ paate haiñ paroñ ke hote

(জউন এলিয়া)

আহা! তুমি আয়না কেন দেখো
তুমি তো তোমার চেয়েও সুন্দর

kis liye dekhtī ho ā.īna
tum to ḳhud se bhī ḳhūbsūrat ho

(জউন এলিয়া)

তামাম দুনিয়ার সব দুঃখ আমার
আর কী নির্মম দেখো 'আমি' তোমার

saarī duniyā ke ġham hamāre haiñ
aur sitam ye ki ham tumhāre haiñ

(জউন এলিয়া)

যে কখনোই আসবে না, তার সাথেই আমার সব দরকার
সে বাদে— কে আসলো, কে আসে বা কে আসবে
তাতে আমার কিছু যায় আসে না

vo jo na aane vaalā hai nā us se mujh ko matlab thā
aane vāloñ se kyā matlab aate haiñ aate hoñge

(জউন এলিয়া)

কী আর ভদ্রতা করি বলতে গেলে
যারাই সুখে আছে, তাদের দেখলে আমার জ্বলে

kyā takalluf kareñ ye kahne meñ
jo bhī ḳhush hai ham us se jalte haiñ

(জউন এলিয়া)

এই যে অবিরত কথা বলে যাই
অথচ আমার ভেতরটা কতই না নিস্তব্ধ

mustaqil boltā hī rahtā huuñ
kitnā ḳhāmosh huuñ maiñ andar se

(জউন এলিয়া)

না এই হৃদয়ের যন্ত্রণা কমেনি
আমি শুধু অভিযোগ করা ছেড়ে দিয়েছি

dil kī taklīf kam nahīñ karte
ab koī shikva ham nahīñ karte

(জউন এলিয়া)

কে বলো আর এই ঘরের দেখাশোনা করবে
রোজ ঐ একটা জিনিসই (হৃদয়) ভেঙে যায়

kaun is ghar kī dekh-bhāl kare
roz ik chiiz TuuT jaatī hai

(জউন এলিয়া)

কী বললে? প্রেমে পড়েছো
ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন

kiyā kahā, ishq kar baithe ho?
Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn

(জউন এলিয়া)

এত সহজ ছিল আমার ঠিকানা
তবু কেউ আসেনি আমার খোঁজে

koī mujh tak pahuñch nahīñ paatā
itnā āsān hai patā merā

(জউন এলিয়া)



তাখাল্লুস : 'গুলজার'
প্রকৃত নাম : সম্পুরণ সিং কালরা
জন্মতারিখ : ১৮ আগস্ট ১৯৩৪ ঈসায়ী
জন্মস্থান : ঝিলাম, পাঞ্জাব, পাকিস্তান

ইশ! আমার স্মরণে তুমি যদি এইভাবে ডুবে যেতে
আমি এইখানে মনে ডাকতাম তোমায়
তুমি ওইখানে টের পেতে

kāsh tum merī yād meñ kuch aisē ulajh jāo
yahān maiñ tumhāre bāre meñ sochūñ
aur vahān tum samajh jāo

(গুলজার)

মাঝেমাঝে নিজের ছায়া দেখেও চমকে উঠি আমি
এতটাই নিঃসঙ্গ কেটেছে আমার এই জীবন

apne saa.e se chauñk jaate haiñ
umr guzrī hai is qadar tanhā

(গুলজার)

আয়না দেখে শান্তি পেলাম মনে
এই বাড়িতে একজন হলেও
চেনে আমায় চেনে

aaina dekh kar tasallī huī
ham ko is ghar meñ jāntā hai koī

(গুলজার)



কখনো আমাকে দেখেও তো কেউ চমকে উঠুক
কখনো কারো চোখে আমার জন্যও তো অপেক্ষা ফুটুক

kabhī to chauñk ke dekhe koī hamārī taraf
kisī kī aañkh meñ ham ko bhī intizār dikhe

(গুলজার)



স্মৃতির বর্ষায় যখন চোখের পাতা ভিজতে থাকে
তখন অতীতের সব অপমানকেও লাগে
সোদা মাটির স্নিগ্ধ সুবাস

yādoñ kī bauchhāroñ se jab palkeñ bhīgne lagtī haiñ
soñdhī soñdhī lagtī hai tab maazī kī rusvā.ī bhī

(গুলজার)

এতটুকুই শুকরিয়া যে
তোমার দেয়া দুঃখগুলো অন্তত থেকে গেছে
নইলে জনমভর কাঁদতে হতো আমায়

ye shukr hai ki mire paas terā ġham to rahā
vagarna zindagī bhar ko rulā diyā hotā

(গুলজার)

কত দীর্ঘ নীরবতার নদী সাঁতরে গিয়েছি আমি
কত না বলা কথা তোমায় বলতে চেয়েছি আমি

kitnī lambī ḳhāmoshī se guzrā huuñ
un se kitnā kuchh kahne kī koshish kī

(গুলজার)

সন্ধ্যে থেকেই চোখজোড়া মোর ভেজা ভেজা লাগে
আবারো আজ তোমার লাগি (আমার) অভাব অভাব জাগে

shaam se aañkh meñ namī sī hai
aaj phir aap kī kamī sī hai

(গুলজার)

তাখাল্লুস : 'বশির বদ্র'
প্রকৃত নাম : সৈয়দ মুহাম্মদ বশির
জন্মতারিখ : ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫ ঈসায়ী
জন্মস্থান : অযোধ্যা, উত্তর প্রদেশ, ভারত



খুঁজলে হয়তো কাউকে পেয়েই যাবো, কিন্তু
তোমার মত করে আর কে আমারে চাইবে?

agar talāsh karūñ koī mil hī jāegā
magar tumhārī tarah kaun mujh ko chāhegā

(বশির বদ্র)

তোমারে নিশ্চয় কেউ আকুল চাহনীতেই দেখবে
কিন্তু আমার এই চোখজোড়া সে কোথায় পাবে?

tumheñ zarūr koī chāhatoñ se dekhegā
magar vo āñkheñ hamārī kahāñ se lāegā

(বশির বদ্র)

আজ এতোটা হাসো, যেন সেই কোলাহলে
তোমার চিরন্তন হাহাকার কেউ টের না পায়

hañso aaj itnā ki is shor meñ
sadā siskiyoñ kī sunāī na de

(বশির বদ্র)



মাথা নত করবে তো, পাথর দেবতা হয়ে যাবে
এত বেশি চেয়ো না তাকে, সে বেঈমান হয়ে যাবে

sar jhukāoge to patthar devtā ho jāegā
itnā mat chāho use vo bevafā ho jāegā

(বশির বদ্র)



না প্রাণভরে দেখলাম তারে, না হইলো কোনো আলাপ
কতই না ইচ্ছে ছিল করবো মোলাকাত

na jī bhar ke dekhā na kuchh baat kī
baḌī aarzū thī mulāqāt kī

(বশির বদ্র)

আমিও মুসাফির তুমিও মুসাফির
কোনো পথের মোড়ে আবার দেখা হবে ফির

musāfir haiñ ham bhī musāfir ho tum bhī
kisī moḌ par phir mulāqāt hogī

(বশির বদ্র)



ও জীবন! তুমি তো আমাকে কবরের চেয়েও কম জায়গা দিয়েছো
পা ছড়াতেই দেখি মাথা দেয়ালে ঠেঁকে যায়

zindagī tū ne mujhe qabr se kam dī hai zamīñ
paañv phailāūñ to dīvār meñ sar lagtā hai

(বশির বদ্র)



ভালোবাসায় লোক দেখানো বন্ধুত্ব চলে না
গলা যদি না মেলাও, তবে হাতও মিলিয়ো না

mohabbatoñ meñ dikhāve kī dostī na milā
agar gale nahīñ miltā to haath bhī na milā

(বশির বদ্র)

খোদার বানানো এত বড় দুনিয়ায়
আমি কেবল একটা মানুষকেই চেয়েছিলাম
অথচ তাকেই আমি পাইনি

Ḳhudā kī itnī baḌī kā.enāt meñ maiñ ne
bas ek shaḳhs ko māñgā mujhe vahī na milā

(বশির বদ্র)

মানুষ ভেঙেচুরে যায় একখানা মাত্র ঘর গড়াতে
তোমার মায়া লাগে না, বসতির পর বসতি পোড়াতে?

log TuuT jaate haiñ ek ghar banāne meñ
tum taras nahīñ khāte bastiyāñ jalāne meñ

(বশির বদ্র)

পড়ে দেখো; এখানে শিশুদের রক্তে লেখা আছে
তোমার কীর্তন পাপ আর আমার সিজদাহ হারাম

yahāñ ek bachche ke ḳhuun se jo likhā huā hai use paḌheñ
tirā kīrtan abhī paap hai abhī merā sajda harām hai

(বশির বদ্র)

আমার চোখজোড়াকে আমি শেখাবো গজলের কৌশল
যতই কাঁদুক না কেন, যেন ঝরে না অশ্রুজল

ġhazloñ kā hunar apnī āñkhoñ ko sikhā.eñge
ro.eñge bahut lekin aañsū nahīñ ā.eñge

(বশির বদ্র)

আলোগুলো চোখে সযত্নে আগলে রেখো
যতদূর চোখ যায় রাত আর রাত

charāġhoñ ko āñkhoñ meñ mahfūz rakhnā
baḌī duur tak raat hī raat hogī

(বশির বদ্র)

যেই কাগজে মুক্তো ঝরিয়েছে আমার দুচোখ রাতভর
সেই চিঠিই আমি পাঠিয়েছি তাকে, লিখিনি কিছুই তার উপর

jis par hamārī aañkh ne motī bichhā.e raat bhar
bhejā vahī kāġhaz use ham ne likhā kuchh bhī nahīñ

(বশির বদ্র)

ভাবিনি আমি ভালো মন্দ, শুনিনি কিছু দেখিনি কিছুই
রাত দিন কেবল চেয়েছি তোমায়, তুমি বাদে আমি চাইনি কিছুই

sochā nahīñ achchhā-burā dekhā-sunā kuchh bhī nahīñ
māñgā ḳhudā se rāt-din tere sivā kuchh bhī nahīñ

(বশির বদ্র)

সন্দেহ করো না, সন্দেহ করলে কেউ আর আপন থাকে না
কোনো আয়নাতেই কারো চেহারা দীর্ঘক্ষণ থাকে না

parakhnā mat parakhne meñ koī apnā nahīñ rahtā
kisī bhī aaine meñ der tak chehra nahīñ rahtā

(বশির বদ্র)

ও দয়াল পরম করুণাময়
কবুল করো তুমি আমার এই কামনা
যদি মোনাজাতেও তাকে ভুলে যেতে চাই আমি কভু
যেন বৃথা যায় মোর সেই প্রার্থনা

vo baḌā rahīm o karīm hai mujhe ye sifat bhī atā kare
tujhe bhūlne kī duā karūñ to mirī duā meñ asar na ho

(বশির বদ্র)

মিঠাইপর্ব

প্রিয় আহলে-মজলিস!
সফরের অর্ধেক পথ আমরা প্রায় পেরিয়ে এসেছি। একের পর এক মাশহুর শায়েরদের বেহেশতি নজরানায় তৃপ্ত করে চলেছি আমাদের রুহের পিপাসা।

এখন সময় আরেকটি বিরতি নেবার। চলুন সবাই মিলে একটু মিষ্টিমুখ করে নেই। ভাবুন একে একে আপনাদের সামনে দরবারি থালায় পরিবেশন করা হচ্ছে গুলাবজলের সুবাসে রাঙানো শাহী মিঠাই, জাফরান-ঘ্রাণে ভরা ফিরনি, আর তার পাশে হালকা ভাজা পেস্তাবাদাম।

খেতে খেতে তাহলে চলুন, এবার আপনাদের শুনাই তুরস্কের চিরঅমলিন জ্ঞানরসিক মোল্লা নাসিরুদ্দিন হোজ্জার কয়েকটি হাসির গল্প। খানাপিনা গল্প শেষেই আমরা আবার ফিরে যাবো আমাদের পরবর্তী শায়েরদের কাছে।

মোল্লা নাসিরউদ্দিন একদিন এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সরাইখানায় ঢুকলেন; উদ্দেশ্য, দুধ খাওয়া। কিন্তু পকেটে পয়সার টান, তাই ঠিক হলো এক গ্লাস দুধ কিনে দু'জনে ভাগ করে খাবেন।

বন্ধুটি বলল— তুমি আগে খাও মোল্লা তোমার অর্ধেক, বাকিটা আমি পরে চিনি মিশিয়ে খাবো। নাসিরউদ্দিন ভ্রু কুচকে বললেন— চিনিটা এখনই মিশিয়ে দাও না ভাই, তাহলে দুজনেরই খেতে মিষ্টি হবে। বন্ধু মাথা নাড়ল— না না, আধা গ্লাসের মতোই চিনি আমার সঙ্গে আছে, এর বেশি নেই।

এ কথা শুনে নাসিরউদ্দিন কিছু না বলে সরাইখানার মালিকের কাছে গেলেন, গিয়ে বেশ খানিকটা নুন নিয়ে এলেন। ফিরে এসে বন্ধুকে বললেন—
ঠিক আছে তবে, এই যে নুন ঢাললাম দুধে। আমি অর্ধেক নোনতা খাবো, বাকি অর্ধেক মিষ্টি খেয়ো তুমি।

এরপর একদিন মোল্লা নাসিরউদ্দিন এক ছোকরাকে মাটির কলসি দিয়ে কুয়ো থেকে জল আনতে পাঠালেন। যাওয়ার আগে সাবধান করে বললেন 'দেখিস, কলসিটা কিন্তু ভাঙবি না!' তারপর ঠাস করে এক চড় মারলেন ছোকরার গালে। পাশ দিয়ে যাওয়া এক পথচারী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আরে মোল্লা সাহেব! কলসি তো এখনো ভাঙেইনি, তাহলে চড় মারলেন কেন?'

নাসিরউদ্দিন মুখ ভেঙিয়ে জবাব দিলেন— আহা, তোমার যা বুদ্ধি বাবু। ভাঙার পর চড় মারলে কি আর কলসি জোড়া লেগে যাবে?



'সূর্যের চেয়ে চাঁদের উপকারিতা অনেক বেশি।'

নাসিরউদ্দিন এক বিকেলে সরাইখানায় ঢুকে গম্ভীর মুখে ঘোষণা করে দিলেন সে কথা। শুনে তো সবার চোখ কপালে! কেউ হেসে ফেলল, কেউ আবার কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন কেন মোল্লাসাহেব? এমনটা বলছেন কেন?'

নাসিরউদ্দিন বিচক্ষণ স্বরে জবাব দিলেন— আরে ভাই, চাঁদ তো আলো দেয় রাতের বেলা, যখন আমাদের সত্যিই আলোর দরকার হয়। কিন্তু দিনের বেলা আলো দিয়ে আমরা করবোটা কী বলো দেখি?



একবার নাসিরুদ্দিন হোজ্জা আর তাঁর গিন্নি বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে দেখলেন, চোর এসে বাড়ি ওলোটপালোট করে সব লুটে নিয়ে গেছে। গিন্নি তো রেগে লাল! চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সব তোমার দোষ! সদর দরজায় তালা দিতে নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিলে? তাই তো এই দশা!'

এদিকে পাড়াপড়শিরাও একে একে জুটে গেল। কেউ বলল- হ্যাঁ, জানালা খোলা দেখেছিলাম। তো কেউ বলে- দরজাটাও তো খোলাই দেখেছি! হোজ্জা বিরক্ত হয়ে বললেন, কী আপদ! সবাই তো দেখি এবার আমার পিছুই লাগলে!

'আর কার দোষ থাকবে মোল্লাসাব? সব দোষ তো তোমারই!' বললো সকলেই।

তা শুনে নাসিরউদ্দিন মাথায় হাত রেখে বললেন—
'তাই নাকি? তবে তো ঐ চোর বাবাজির কোনো দোষই নেই!'

প্রিয় হাজেরান!

মোল্লা নাসিরুদ্দিন হোজ্জার এই কিসসাগুলো শুনে নিশ্চয়ই মিষ্টিমুখের সাথে সাথে মনে কিছুটা জোশও পেলেন। তবে চলুন, আবার ফিরে যাই আমাদের মেহফিলের মঞ্চে। ডুব দেই শব্দসুধা আর মুগ্ধতার নহরে।

ইরশাদ! ইরশাদ!

তাখাল্লুস : 'ওয়াসিম'
প্রকৃত নাম : জাহিদ হাসান ওয়াসিম
জন্মতারিখ : ০৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০ ঈসায়ী
জন্মস্থান : বারৈলি, উত্তর প্রদেশ, ভারত



আমি তারে অশ্রু দিয়ে লিখি
যেন আমার পরে কেউ আর তা পড়তে না পারে

maiñ us ko āñsuoñ se likh rahā huuñ
ki mere baad koī paḌh na paae

(ওয়াসিম বেরলভী)

আমার ঠিকানা জানতে চেয়ে কী লাভ বলো
বিষণ্ন মানুষের কোনো ঘর নেই, দেশ নেই

hamāre ghar kā patā pūchhne se kyā hāsil
udāsiyoñ kī koī shahriyat nahīñ hotī

(ওয়াসিম বেরলভী)

তোমাকে পাওয়ার প্রচেষ্টায় আমি এতোকিছু হারিয়েছি যে
তোমাকে যদি পেয়েও যাই শেষমেষ
তবে 'কেন পেলাম' সেই দুঃখ হবে

tujhe paane kī koshish meñ kuchh itnā kho chukā huuñ maiñ
ki tū mil bhī agar jaae to ab milne kā ġham hogā

(ওয়াসিম বেরলভী)

আসছে তাকে আসতে দাও, এই তুফান কী আর এমন নিয়ে যাবে
ভয় তো তখনই পাবো, যখন সে আমার সাহস নিয়ে যাবে

aate haiñ aane do ye tūfān kyā le jāeñge
maiñ to jab Dartā ki merā hausla le jāeñge

(ওয়াসিম বেরলভী)

কারো কাছে কোনো কিছু আশা রেখো না
দেখবে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা কতই না সহজ

kisī se koī bhī ummīd rakhnā chhoḌ kar dekho
to ye rishta nibhānā kis qadar āsān ho jaa.e

(ওয়াসিম বেরলভী)

কোন কথা কোথায় কীভাবে বলতে হয়
সেই আদব যদি থাকে তার
সব কথাই রাখে সে তবে শোনাবার অধিকার

kaun sī baat kahāñ kaise kahī jaatī hai
ye salīqa ho to har baat sunī jaatī hai

(ওয়াসিম বেরলভী)

এ যুগে বাঁচার অধিকার কেবল তাদেরই আছে
যারা এ তালেও আছে, আবার ও তালেও আছে

usī ko jiine kā haq hai jo is zamāne meñ
idhar kā lagtā rahe aur udhar kā ho jaa.e

(ওয়াসিম বেরলভী)

যেখানেই যাবে তুমি ছড়াবো আলো
প্রদীপের কি নিজের কোনো ঘর থাকে বলো?

jahāñ rahegā vahīñ raushnī luTā.egā
kisī charāġh kā apnā makāñ nahīñ hotā

(ওয়াসিম বেরলভী)

মিথ্যার আগেপিছে বয় দেখো কত শত নদী
অথচ মরছে লোকে পিপাসায়, তারা সত্য বলছে যদি

jhuuT ke aage pīchhe dariyā chalte haiñ
sach bolā to pyāsā maarā jā.egā

(ওয়াসিম বেরলভী)

এত বেশি স্বপ্ন দেখো যদি, তোমার চোখজোড়াও
একদিন তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে

bahut se ḳhvāb dekhoge to āñkheñ
tumhārā saath denā chhoḌ deñgī

(ওয়াসিম বেরলভী)

তুমি বাঁচাবে এই ভরসায় আমি ডুবে যেতেও রাজি
তারপর বলো– আর কী কী রাখবো আমি
তোমার তরে বাজি

maiñ is umiid pe Duubā ki tū bachā legā
ab is ke baad mirā imtihān kyā legā

(ওয়াসিম বেরলভী)

তাখাল্লুস : 'আমজাদ'
প্রকৃত নাম : আমজাদ ইসলাম আমজাদ
জন্মতারিখ : ০৪ আগস্ট, ১৯৪৪ ঈসায়ী
জন্মস্থান : শিয়ালকোট, পাকিস্তান
মৃত্যু : ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ঈসায়ী



তোর ঐ নসীবের বর্ষা অন্য কারো ছাদে ঝরে গেছে
ও আমার অবুঝ মন তুই কথা শোন
ওকে ভুলে যা, ওকে ভুলে যা

vo tire nasīb kī bārisheñ kisī aur chhat pe baras ga.iiñ
dil-e-be-ḳhabar mirī baat sun use bhuul jā use bhuul jā

(আমজাদ ইসলাম আমজাদ)

আমার মুখের জমিনে তোমার চুলগুলো ছড়িয়ে দাও একদিন
এই যে মেঘ হয়ে উড়ে উড়ে যাও, তুমি ঝরে যাও একদিন

chehre pe mire zulf ko phailāo kisī din
kyā roz garajte ho baras jaao kisī din

(আমজাদ ইসলাম আমজাদ)

কোথায় এসে থামা লাগতো, কোথা-ইবা ছিল পথের মোড়, ভুলে যাও
যাকে পেয়েছো তাকে মনে রাখো, যাকে পাওনি তাকে ভুলে যাও

kahāñ aa ke rukne the rāste kahāñ moḌ thā use bhuul jā
vo jo mil gayā use yaad rakh jo nahīñ milā use bhuul jā

(আমজাদ ইসলাম আমজাদ)

পাড়ে দাঁড়ানো মানুষগুলোর হাকডাক এড়িয়ে
যার ডুবে যাওয়ার সে যাচ্ছে ডুবে– সব অশান্তি পেরিয়েই

baḌe sukūn se Duube the Dūbne vaale
jo sāhiloñ pe khaḌe the bahut pukāre bhī

(আমজাদ ইসলাম আমজাদ)

হঠাৎ কী হয়ে যায় এই হাসিখুশি মানুষগুলোর সাথে
একাকী বসে কেন এরা নিজেদের সাথেই কথা বলে

kyā ho jaatā hai in hañste jiite jāgte logoñ ko
baiThe baiThe kyuuñ ye ḳhud se ḅāteñ karne lagte haiñ

(আমজাদ ইসলাম আমজাদ)

এই অবিশ্বাসের মরশুমে এমন হাওয়া বয়
যে আপন ছিল তাকেও আমার পর মনে হয়

kuchh aisī be-yaqīnī thī fazā meñ
jo apne the vo begāne lage haiñ

(আমজাদ ইসলাম আমজাদ)

সে আলতো করে মৃদুস্বরে ডাকলো আমায় যখন
নত হয়ে সব আসমানি তারা, দেখলো আমায় তখন

us ne āhista se jab pukārā mujhe
jhuk ke takne lagā har sitārā mujhe

(আমজাদ ইসলাম আমজাদ)

আমার চোখজোড়াও যেন আজ মরীচিকা
এই দরিয়াতে আর এক ফোঁটাও জল নেই

aañkh bhī apnī sarāb-ālūd hai
aur is dariyā meñ paanī bhī nahīñ

(আমজাদ ইসলাম আমজাদ)



তাখাল্লুস : 'রাহাত'
প্রকৃত নাম : রাহাতুল্লাহ
জন্মতারিখ : ০১ জানুয়ারি, ১৯৫০ ঈসায়ী
জন্মস্থান : ইন্দোর, ভারত
মৃত্যু : ১১ আগস্ট, ২০২০ ঈসায়ী

ডাল থেকে ঝরে যাবো আমি সেই পাতা না
ঝড়কে বলে দাও, সে যেন না ডিঙায় তার সীমানা

shāḳhoñ se TuuT jaa.eñ vo patte nahīñ haiñ ham
āñdhī se koī kah de ki auqāt meñ rahe

(রাহাত ইন্দোরি)

চান-তারা আসমান সুরুজ, সব থাকে আমার সাথে
যতক্ষণ তোমার ঐ হাতজোড়া থাকে আমার হাতে

sūraj sitāre chāñd mire saath meñ rahe
jab tak tumhāre haath mire haath meñ rahe

(রাহাত ইন্দোরি)

বন্ধু যদি কাউকে বানাতেই হয়
এমনকি শত্রুর থেকেও তার খোঁজ নাও

dostī jab kisī se kī jaa.e
dushmanoñ kī bhī raa.e lī jaa.e

(রাহাত ইন্দোরি)

নয়া চরিত্র তো আসে যায় কতই
নাটকটা তবু সেই পুরানোর মতই

na.e kirdār aate jā rahe haiñ
magar nāTak purānā chal rahā hai

(রাহাত ইন্দোরি)

চোখে রেখো জল, আর আগুন রেখো ঠোঁটে
বাঁচতে যদি চাও, শেখো কৌশল যত জোটে

aañkh meñ paanī rakho hoñToñ pe chiñgārī rakho
zinda rahnā hai to tarkībeñ bahut saarī rakho

(রাহাত ইন্দোরি)

আসতে-যেতে সময় আমার বলে কানে কানে
তৈয়ার থেকো হে মুসাফির
আচানকই এসে যাবে ডাক– মউতের পানে

aate jaate pal ye kahte haiñ hamāre kaan meñ
kuuch kā ailān hone ko hai tayyārī rakho

(রাহাত ইন্দোরি)

আমার মরুভূমি চোখ থেকে আমি রক্ত ঝরালাম
এক সমুদ্র ডেকে বলে– তার নাকি জলের প্রয়োজন

maiñ ne apnī ḳhushk āñkhoñ se lahū chhalkā diyā
ik samundar kah rahā thā mujh ko paanī chāhiye

(রাহাত ইন্দোরি)

সার্টিফিকেট দিয়ে নৌকা বানিয়ে
চুপচাপ বসে আছে কলেজের ছেলেমেয়েরা;
চারদিকে যে বইছে বেকারত্বের নদী

collage ke sab bachche chup haiñ kāġhaz kī ik naav liye
chāroñ taraf dariyā kī sūrat phailī huī bekārī hai

(রাহাত ইন্দোরি)



তাখাল্লুস : 'ফাহমি'
প্রকৃত নাম : ফাহমি বদায়ুনী
জন্মতারিখ : ০৪ জানুয়ারি, ১৯৫২ ঈসায়ী
জন্মস্থান : বদায়ূন, উত্তর প্রদেশ, ভারত
মৃত্যু : ২০ অক্টোবর, ২০২৪ ঈসায়ী

জানতে যদি চাইতো সে অসুখ আমার
কত সহজই না ছিল ওষুধ আমার

pūchh lete vo bas mizāj mirā
kitnā āsān thā ilaaj mirā

(ফাহমি বদায়ুনী)

আমি এতোকিছু বলেও যেন বলিনি কিছুই
তুমি কিছুই না বলে, বলে ফেলো কতকিছুই

maiñ chup rahtā huuñ itnā bol kar bhī
tū chup rah kar bhī kitnā boltā hai

(ফাহমি বদায়ুনী)

কেটে গেল জীবন আমার এই ভেবে ভেবে
আমাকে নিয়ে সে ঠিক কী কী ভাবে

kaTī hai umr bas ye sochne meñ
mire baare meñ vo kyā sochtā hai

(ফাহমি বদায়ুনী)

আমি তার হয়ে একখানা চিঠি লিখে
পাঠিয়ে দিলাম আমারি ঠিকানায়

maiñ ne us kī taraf se ḳhat likkhā
aur apne pate pe bhej diyā

(ফাহমি বদায়ুনী)

আমাকে শাসন করবার মানুষটা আর বেঁচে নেই
এখন আর দুষ্টুমিতে মন লাগে না

mar gayā ham ko DāñTne vaalā
ab sharārat meñ jī nahīñ lagtā

(ফাহমি বদায়ুনী)

যা বলেছে তা সে করেনি
যা করেছে তা সে বলেনি

jo kahā vo nahīñ kiyā us ne
vo kiyā jo nahīñ kahā us ne

(ফাহমি বদায়ুনী)

সারাবেলা যারে আমি দেখি বারেবার
দেখিয়াছি তারে আমি কেবল একবার

jis ko har vaqt dekhtā huuñ maiñ
us ko bas ek baar dekhā hai

(ফাহমি বদায়ুনী)

লায়লা ঘরে বসে দেখো করিছে সেলাই
মজনু হায় ঢাকা গিয়ে রিকশা চালায়

lailā ghar meñ silā.ī karne lagī
qais dillī meñ kaam karne lagā

(ফাহমি বদায়ুনী)

ফুলকে রাঙাতে লালে
পাতারা বেরঙ হয় আড়ালে

phūloñ ko surḳhī dene meñ
patte piile ho jaate haiñ

(ফাহমি বদায়ুনী)

আমি তো ছিলাম খাঁচাতেই সুন্দর বেশ
কেন তুমি আমায় আকাশ দেখালে

achchhe-ḳhāse qafas meñ rahte the
jaane kyuuñ āsmāñ dikhāī diyā

(ফাহমি বদায়ুনী)

তাকে নিয়ে চলে যাবে যে গাড়ি
আমি হয়তো তার চাকার নিচে প্রাণ হারাবো

use le kar jo gaaḌī jā chukī hai
maiñ shāyad us ke nīche aa rahā huuñ

(ফাহমি বদায়ুনী)



তাখাল্লুস : 'পারভীন'
প্রকৃত নাম : পারভীন শাকির
জন্মতারিখ : ২৪ নভেম্বর, ১৯৫২ ঈসায়ী
জন্মস্থান : করাচী, পাকিস্তান
মৃত্যু : ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ ঈসায়ী

সুবাস– সে তো হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে
সমস্যা তো ফুলের, সে কোথায় যাবে

vo to ḳhush-bū hai havāoñ meñ bikhar jā.egā
mas.ala phuul kā hai phuul kidhar jā.egā

(পারভীন শাকির)

নিজেকে খুঁজে পাবার ক্ষমতা আমার আর নেই
আমি জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেছি একাকীত্বের ভয়ে

ḳhud apne se milne kā to yaarā na thā mujh meñ
maiñ bhiiḌ meñ gum ho gaī tanhāī ke Dar se

(পারভীন শাকির)

মেয়েদের দুঃখ বড়ই আজব, তার চেয়েও আজব তাদের সুখ
হাসতে হাসতে তারা চোখের কাজল ভিজিয়ে ফেলে

laḌkiyoñ ke dukh ajab hote haiñ sukh us se ajiib
hañs rahī haiñ aur kājal bhīgtā hai saath saath

(পারভীন শাকির)

চাইতে চাইতে ক্লান্ত হয়ে গেছে আমার অশান্ত হৃদয়
না জীবন ক্ষান্ত দেয়, না তোমার স্মৃতি

thak gayā hai dil-e-vahshī mirā fariyād se bhī
jī bahaltā nahīñ ai dost tirī yaad se bhī

(পারভীন শাকির)

আমার স্বপ্নগুলো যেভাবে ভেঙে হয়েছে চুরমার
সেভাবে কেউ ভাঙেনি কোথাও কখনো আর

jis tarah ḳhvāb mire ho ga.e reza reza
us tarah se na kabhī TuuT ke bikhre koī

(পারভীন শাকির)

নিজের ধৈর্য নিজেই পরখ করবো আমি
একদিন নিজ হাতে তার দুলহান সাজাবো আমি

kamāl-e-zabt ko ḳhud bhī to āzmā.ūñgī
maiñ apne haath se us kī dulhan sajā.ūñgī

(পারভীন শাকির)

তোমার ঘরের গোলাপ (সুখ) যায় না গোনা কত
যেমন যায় না গোনা আমার বেশুমার ক্ষত

ġhair mumkin hai tire ghar ke gulāboñ kā shumār
mere riste hue zaḳhmoñ ke hisāboñ kī tarah

(পারভীন শাকির)

প্রজাপতির পিছুপিছু যায় দূরে ছুটে
শিশু সব সুন্দর ফুল হয়ে ফোটে

titliyāñ pakaḌne meñ duur tak nikal jaanā
kitnā achchhā lagtā hai phuul jaise bachchoñ par

(পারভীন শাকির)

আমার চিকিৎসক– সে-ই বা আর করবে কত
মনে হয় না সারবে কভু, আমার এই ক্ষত

kyā kare merī masīhā.ī bhī karne vaalā
zaḳhm hī ye mujhe lagtā nahīñ bharne vaalā

(পারভীন শাকির)

পথে দেখা হয়েছে বলেই কি আর সবাই সঙ্গী হয়?
ক্ষণিক ছায়া দিয়েছে বলেই কি আর সে ঘর হয়?

raste meñ mil gayā to sharīk-e-safar na jaan
jo chhāñv mehrbāñ ho use apnā ghar na jaan

(পারভীন শাকির)

সে কীভাবে টের পাবে বলো— আমার কায়ার শোক
হয়তো হৃদয় কাঁদবে তবে হাসবে আমার চোখ

badan ke karb ko vo bhī samajh na pā.egā
maiñ dil meñ ro.ūñgī āñkhoñ meñ muskurā.ūñgī

(পারভীন শাকির)

আমার প্রার্থনায় ছিল যেই মানুষটা
সেই তাকেই যখন আর পেলাম না
হাত আমার দোয়া থেকে এমনভাবে ছিটকে গেল যেন
আমি ভুলেই গেলাম– কী চেয়েছিলাম আর কাকে চেয়েছিলাম

merī talab thā ek shaḳhs vo jo nahīñ milā to phir
haath duā se yuuñ girā bhuul gayā savāl bhī

(পারভীন শাকির)

কাঁটায় ঘেরা ফুল চুমে আসা প্রজাপতির পাখনা
কখনো ছিঁড়তে দেখিনি আমি

kāñToñ meñ ghire phuul ko chuum aa.egī lekin
titlī ke paroñ ko kabhī chhilte nahīñ dekhā

(পারভীন শাকির)

কেবল শত্রু নয়, চাইলে বন্ধুরাও মুক্ত
দেখা যাক কে আগে আমার দিকে তীর ছোঁড়ে

dushmanoñ ke saath mere dost bhī āzād haiñ
dekhnā hai khīñchtā hai mujh pe pahlā tiir kaun

(পারভীন শাকির)



তাখাল্লুস : 'ওয়াসিক'
প্রকৃত নাম : জাহিদ হাসান ওয়াসিক
জন্মতারিখ : ১৪ এপ্রিল
জন্মস্থান : রাজশাহী, বাংলাদেশ

এই খানা আমার হৃদয়, পাথর তো আর না
জখম সহ্য করি বলে অনুভূতিহীন তো আর না

yeh mera dil koī patthar thoḌī
zakhm sah letā hai magar be-asar thoḌī

(জাহিদ হাসান ওয়াসিক)

তোমারে ভুলে আমি ভালোই আছি ফিলিস্তিন
আয়নাতে নিজের মুখ আমি আর দেখি না বহুদিন

tujhē bhūl kar main ṭhīk hū ae 'Filistīn'
sharm sē āinē mēñ khud ko na dēkhā kāī din

(জাহিদ হাসান ওয়াসিক)

তুমি আছো সবার তরেই, কিন্তু কেউ নেই তোমার
তুমি যাদের ভেবেছিলে আলো, তারা আসলে আঁধার

tu to har kisī kā, par koī nahī terā
tu roshnī samjhe jinko voh nikle andherā

(জাহিদ হাসান ওয়াসিক)

ওরা প্রথমে তোমার শান্তি কেড়ে নেবে
তারপর বলবে— তুমিই যত অশান্তির কারণ

pehle vo tum se amn-o-chain sab leñge chīn kar
phir tumhīñ ko ilzām de kar vo kareñge inkār

(জাহিদ হাসান ওয়াসিক)

সারা দুনিয়া তার পিছে পড়ে রয়, সে কীভাবে দেখবে আমায়
(আর) আমার সারা দুনিয়াই তো সে, আমি কীভাবে দেখবো অন্য কিছু

saari duniya uski pīchhe, vo kaise dekhe mujhko
mere saari duniya hai vo, maiñ kaise dekhū kuch aur

(জাহিদ হাসান ওয়াসিক)

যে সবাইকে দেয় আলো, তার দহনের খোঁজ নিয়েছে কেউ?
যে থাকে সবার পাশে, তার পাশে থেকেছে কেউ?

jo roshnī detā hai, uskā āg pūchtā kauñ
jo sabko detā sukun, uskā bhāg detā kauñ

(জাহিদ হাসান ওয়াসিক)

ছেড়ে যেতে চাও তুমি, তোমায় থামাই আর কীভাবে
শুধু আরেকটুখানি ভালবেসে যাও পুরানো সেই স্বভাবে

chhoṛ ke jāna chāhti ho tum, āb rokū tumhe to kaise
bas thoḌā aur ishq nibhā ke jā.o, voh pehle din ke jaise

(জাহিদ হাসান ওয়াসিক)

আমার অন্ধকার দেখে যদি– ঐ সূর্যও 'দিক' ভুলে যাবে তার
আমার দুঃখ শোনে যদি– ঐ নির্বাক বোবাও, করবে চিৎকার

andherā merā dekhegā agar sūraj ulTe rukh uThegā,
sun ke mere zakhm ki bātẽ be-zubān bhī chīkh uThegā

(জাহিদ হাসান ওয়াসিক)

আখেরি কাহওয়া

প্রিয় আহলে-মেহফিল!
দেখতে দেখতে আমাদের এই রুহানি সফর প্রায় শেষের পথে। আমাদের শমাও এখন নিভু নিভু, রাতের তারারাও ক্রমশ ম্লান হয়েছে সুবহে সাদিকের রোশনাইয়ের আগমনে। আমাদের ধরে রাখা সময়েরো বিদায় নেবার সময় চলে এসেছে। সময় এসে গেছে আমাদের প্রিয়তম শায়েরদেরও আলবিদা জানাবার।

চলুন তবে, শেষবারের মতো সবাই একসাথে তুলে নেই এক পেয়ালা 'আখেরি কাহওয়া'— এই মহিমান্বিত রাতের নামে, আমাদের মাশহুর শায়েরদের নামে। আর আসুন, শেষ কিছু চুমুকে চুমুকে শুনে আসি উর্দু সাহিত্যের ব্যথা, বিরহ ও নিঃসঙ্গতার কবি জউন এলিয়া-র জীবন ও কবিতার কিছু গল্পকথা।



"সদ্য জন্মানো শিশু কীভাবে এমন শব্দ করে হাসে!
এই বাচ্চা কি মানুষ না জ্বিন!"

এই ছিল জউন এলিয়ার জন্মদিনে তাঁর পরিবারের হতবাক প্রতিক্রিয়া। যেন নিজের পহেলা দিন থেকেই দুনিয়াকে তাক লাগানোর শপথ নিয়ে এসেছিলেন কবি।

জউন এলিয়ার জন্ম ব্রিটিশ ভারতের উত্তর প্রদেশের আমরোহায়— এক খানদানী শিয়া পরিবারে। তাঁর পিতা, পিতামহ, এমনকি ভাইয়েরাও ছিলেন প্রখ্যাত কবি, লেখক ও বহুভাষাবিদ দার্শনিক।

তাঁর শৈশব কেটেছে দুরন্তপনায়। স্কুল পালিয়ে নদীর ধারে একা বসে আসমানে তাকিয়ে শুনতেন হাওয়ার গল্প, জলের গান, বৃক্ষ-পাখির কলতান। তবে পরবর্তীতে পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রভাবে তিনি আজীবন জ্ঞানের সাধনাকেই জীবনের মূল লক্ষ্য করে নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে পিতার গড়া বিশাল লাইব্রেরি আর বইপত্তরই ছিল দুনিয়ার সবচে মূল্যবান দৌলত। উনার এক শেরে উনি নিজেই বলেছেন,

'আমার ঘর সাজানোর শখ তোমার?
(কিন্তু) আমার ঘরে তো বইপত্র বাদে আর কিচ্ছুটি নেই'

জউন এলিয়া ছোট থেকেই ছিলেন বেশ লাজুক স্বভাবের। অথচ তিনি নাকি প্রথম প্রেমে পড়েছিলেন যখন তাঁর বয়স মাত্র আট! লেখক মুশতাক আহমেদ ইউসুফি

হেসে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার বয়স যখন আট, তখন সেই মুহতারিমার বয়স কত ছিল জউন?' জউন এমন ভঙ্গিতে বললেন "ছয়"— যেন এটা কোনো আশ্চর্যের কিছু না। মেয়েটি কে ছিল তা জানা যায়নি, তবে পরবর্তীতে তাঁর বহু শেরেই তিনি তাকে 'ফারিহা' নামে ডেকেছেন।

যার জীবনের শুরুটা ছিল হাসি দিয়ে, যাকে শৈশবেই প্রেমের দখিনা হাওয়া ছুঁয়ে গিয়েছিল, সেই মানুষটার পরবর্তী জীবন কেটেছে একেবারে উল্টো স্রোতে। ৪৭-এর দেশভাগে তাঁর বড় ভাই-বন্ধুস্বজন সবাই পাকিস্তানে চলে যান, সেই শোকে দুনিয়া ছাড়েন জউনের বাবা-মাও। একাকী জউন নিঃসঙ্গতা বুকে জড়িয়ে আরো কিছুদিন পড়ে ছিলেন আমরোহায় নাড়ির টানে— যে নিঃসঙ্গতা পরবর্তীতে তাঁর ছায়াসঙ্গী হয়ে থেকেছে আমরণ।

একপ্রকার বাধ্য হয়েই ১৯৫৬ সালে তিনি করাচি চলে যান। সেখানে গিয়েই মূলত শুরু হয় তাঁর কবিতার সফর— এমন এক নিমগ্ন সাধনা, যেখানে প্রায়শই মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে তিনি চিৎকার করে উঠতেন–

'আমার খাতা কই! আমার কলম কই! আমাকে এখুনি লিখতে হবে। এখুনি।'

লেখিকা 'জাহিদা হিনা' ছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গী। জউন এলিয়া ছিলেন কর্মবিমুখ, আয়-রোজগারের প্রতি উদাসীন মানুষ। স্ত্রী সন্তানদের সময়ও দিতেন না ঠিকঠাক; নিজেকে পুরোটাই সমর্পন করেছিলেন তাঁর সাধনা ও বেনামী নিঃসঙ্গতার হাতে। ফলশ্রুতিতে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে, জউন আরও বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন।

জউন এলিয়া ছিলেন শরাবপ্রিয়। তাঁর এই মদিরা আসক্তির তীব্রতা নিয়ে আরেক কবি রাহাত ইন্দোরির স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়– একবার তারা দুজনে এক মুশায়রাতে রওনা হয়েছিলেন একসাথে। জায়গাটা না চেনায় রাহাত সাহেব জউনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– 'আর কতদূর জউন?' জউন তা শুনে উত্তর দিয়েছিলেন–

'এই বেশি না! আর তিন পেগ মত।'

জউন তাঁর হৃদয়গ্রাহী শের ও গজলের পাশাপাশি মুশায়রার মঞ্চেও ছিলেন এক অনন্য উপস্থিতি। তিনি শুধু লিখতেন না– যা লিখতেন, তা জীবন্ত করে তুলতেন। মঞ্চে কবিতা পড়তে পড়তে কেঁদে ফেলা, বুক চাপড়ানো, চুল ঝাঁকানো– সবই ছিল তাঁর স্বভাবসুলভ অভিব্যক্তি।

['পেগ'- শরাবের পরিমাণ বা পেয়ালা। শরাব মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এক নেশাদ্রব্য।]

তিনি এত মোহনীয়ভাবে বিরহ সাজাতেন যে শ্রোতারাও তাতে ডুবে যেতেন; জউনের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে, পান করতে চাইতেন সেই বেদনাবিধুর বিষের পেয়ালা।

জউন আত্মহত্যাপ্রবণ ছিলেন, কয়েকবার চেষ্টাও করেছিলেন। তবে পরবর্তীতে তার এই সিদ্ধান্তগুলো তিনি ভুল ছিল বলে স্বীকার করেছেন। বলেছেন–

'আমরা নিজ থেকে মরে না গেলেও তো একদিন মরে যাবো।
তার চেয়ে চলো বেঁচে থাকি।'

শেষ বয়সে জউন নিজেকে জনতার কোলাহল থেকে এতটাই সরিয়ে নিয়েছিলেন যে– আলো দেখলে ভয় পেতেন, শব্দ শুনলে ঘাবড়ে যেতেন, মানুষ দেখলে বিরক্ত হতেন। শরীরেও দানা বেঁধেছিল নানা কিসিমের মরণব্যাধী।

অতঃপর ২০০২ ঈসায়ী সনের রমজান মাসের প্রথম জুমাবারে, উর্দু সাহিত্যের বিরহের রাজপুত্র সৈয়দ জউন এলিয়া আমাদের ছেড়ে উড়াল দেন অনন্ত মহাকাশে অসীমের পথে। তার কবরের এপিটাফে লেখা রয়েছে–

'আমি বড়ই আজব এক মানুষ। এতটাই আজব যে
নিজেকে চুরমার করে ফেলেছি, অথচ দেখো কোনো আফসোস নেই'

প্রিয় সাথীরা আমার!
বিদায়বেলার মন খারাপির সাথে চিরনিঃসঙ্গতার কবি জউন এলিয়ার বেদনা মিশিয়ে কি বিষাদ বাড়িয়ে দিলাম আরও? তবে মার্জনা করবেন সেই অপরাধ।

'যেতে নাহি দিবো হায়, তবু যেতে দিতে হয়'[১] এটাই ইহজীবনের অনিবার্য সত্য। এই সুনেহরা আসর আজ এত প্রাণবন্ত, এত খুবসুরত হতো না, যদি না আমাদের মাশহুর শায়েরদের সাথে আপনাদের উষ্ণ উপস্থিতি না পেতাম। জানাই আবারো আমার অন্তহীন কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।

প্রিয় আহলে-মেহফিল!
আজকের মতো তাহলে চলুন ফিরে যাই আমরা আমাদের নিত্যজীবনের কোলাহলে। ফিরতি পথে আরো কিছু শায়েরদের শায়েরি শুনাতে শুনাতেই আজকের আসরের পর্দা নামাই তবে । দেখা হবে আবার পরের মুশায়রায়...

খোদা হাফিজ, ফির মিলেঙ্গে চালতে চালতে।

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত লাইন।

এখন তো অশান্তি লাগলেই বলছি মরে যাবো
মরেও যদি শান্তি না পাই, তখন কোথায় যাবো

ab to ghabrā ke ye kahte haiñ ki mar jā.eñge
mar ke bhī chain na paayā to kidhar jā.eñge

(শেখ ইবরাহিম জৌক ॥ দিল্লী, ভারত ॥ ১৭৯০- ১৮৫৪)



তুমি তো ভুল করেও আমায় কখনো মনে করো না
এদিকে তোমায় মনে রাখতে গিয়ে, আমি বাকিসব ভুলে গিয়েছি

tum bhuul kar bhī yaad nahīñ karte ho kabhī
ham to tumhārī yaad meñ sab kuchh bhulā chuke

(শেখ ইবরাহিম জৌক ॥ দিল্লী, ভারত ॥ ১৭৯০- ১৮৫৪)



জানতামই যদি আমি এই প্রেমের পরিণাম
ভুলেও কি কখনো আর, তার নাম মুখে নিতাম

ma'lūm jo hotā hameñ anjām-e-mohabbat,
lete na kabhī bhūl ke ham nām-e-mohabbat

(শেখ ইবরাহিম জৌক ॥ দিল্লী, ভারত ॥ ১৭৯০- ১৮৫৪)

তুমি জোছনা তুমি ফুল, তুমি কবিতা তুমি সুর
হায় আল্লাহ! আমার পছন্দ
কতই না নেশাতুর

tum chāñdnī ho phuul ho naġhma ho sher ho
Allāh-re husn-e-zauq mire intiḳhāb kā

(আন্দালিব সাদানি ॥ উত্তর প্রদেশ, ভারত ॥ ১৯০৪-১৯৬৯)

হৃদয়ে ব্যথা নিয়ে, ঠোঁট হাসে নিরুপায়
আমাদের জীবন সে তো হায়, এভাবেই কেটে যায়

jigar meñ Tiis lab hañsne pe majbūr
kuchh aisī hī hamārī zindagī hai

(আন্দালিব সাদানি ॥ উত্তর প্রদেশ, ভারত ॥ ১৯০৪-১৯৬৯)

এই নৌকার নিয়তি যদি ডুবে যাওয়াই ছিল খোদা
চোখের সামনে তুমি কেন তারে তীর দেখালে?

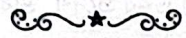
Dūbnā hī thā jo kashtī kā muqaddar yā-Rab
aañkh ke sāmne ai kaash na sāhil hotā

(আন্দালিব সাদানি ॥ উত্তর প্রদেশ, ভারত ॥ ১৯০৪-১৯৬৯)

জীবনের চেয়ে বড় সাজা, কী-ই বা আর আছে
এদিকে দোষটা আমার কী, শুধাই কাহার কাছে

zindagī se baḌī sazā hī nahīñ
aur kyā jurm hai patā hī nahīñ

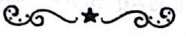
(কৃষ্ণ বিহারি নূর ॥ উত্তর প্রদেশ, ভারত ॥ ১৯২৬-২০০৩)



পাথর কেন ডাকবো না তাকে, ডাকবো কেন আয়না
যে আয়নাতে আমার প্রিয়ার ছবি দেখা যায় না

kyuuñ ā.īna kaheñ use patthar na kyuuñ kaheñ
jis ā.īne meñ aks na us kā dikhā.ī de

(কৃষ্ণ বিহারি নূর ॥ উত্তর প্রদেশ, ভারত ॥ ১৯২৬-২০০৩)



ও জীবন, কেবল ঐ মউতই তোর গন্তব্য
এ বাদে তোর আর কোনো পথ খোলা নেই

zindagī maut terī manzil hai
dūsrā koī rāsta hī nahīñ

(কৃষ্ণ বিহারি নূর ॥ উত্তর প্রদেশ, ভারত ॥ ১৯২৬-২০০৩)

কেবল ঐ হোসাইনের'ই মেলে না কোথাও খোঁজ
নয়তো এখানের সব গলি আমার কারবালা লাগে রোজ

bas ik husain kā kahīñ miltā nahīñ surāġh
yuuñ har galī yahāñ kī hameñ karbalā lagī

(খলিলুর রহমান আজমি ॥ উত্তর প্রদেশ, ভারত ॥ ১৯২৭- ১৯৭৮)

কেউ এসে আমার প্রশংসা করুক সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার আর নেই
এখন কেবল চাই কেউ আসুক, এসে আমায় বলুক
আমি বেঁচে আছি

ye tamannā nahīñ ab dād-e-hunar de koī
aa ke mujh ko mire hone kī ḳhabar de koī

(খলিলুর রহমান আজমি ॥ উত্তর প্রদেশ, ভারত ॥ ১৯২৭- ১৯৭৮)

আজকাল আর স্বপ্নে আমি, দেখি না তোমার চেহারা
তোমায় ছেড়ে একলা একা, এলাম এ কোন সাহারা

nahīñ ab koī ḳhvāb aisā tirī sūrat jo dikhlā.e
bichhaḌ kar tujh se kis manzil par ham tanhā chale aa.e

(খলিলুর রহমান আজমি ॥ উত্তর প্রদেশ, ভারত ॥ ১৯২৭- ১৯৭৮)

ফাঁসির কাষ্ঠে দাঁড়ালাম এসে, দিয়ে সুদীর্ঘ মরুভূমি পার
আমার হবার কথা ছিল যার, সে তবুও হয়নিকো আমার

sahrā se chale aa bhī ga.e dār-o-rasan tak
honā thā jinheñ vo na hamāre hue logo

(আনিস দেহলভি ॥ দিল্লী, ভারত ॥ ১৯৩০)

এ কেমন দুঃসময়! কোনো সাথী নেই, সঙ্গী নেই
না আলোতে আছে বিশ্বাস, না বিশ্বাস আছে ছায়াতে

kaisā ajiib vaqt hai koī bhī ham-safar nahīñ
dhuup bhī mo'tabar nahīñ saaya bhī mo'tabar nahīñ

(আনিস দেহলভি ॥ দিল্লী, ভারত ॥ ১৯৩০)

আমার বুকে একটু কান লাগিয়ে শোনো
নিঃশ্বাস তো না যেন শেকল টেনে চলেছি

mere siine se zarā kaan lagā kar dekho
saañs chaltī hai ki zanjīr-zanī hotī hai

(আব্বাস তাবিশ ॥ লাহোর, পাকিস্তান ॥ ১৯৬১)

অনেকদিন হলো মা আমার রাতে ঘুমান না, তাবিশ
আমি শুধু একবারই বলেছিলাম, 'আমার অন্ধকার ভয় করে'

ek muddat se mirī maañ nahīñ soī 'tābish'
maiñ ne ik baar kahā thā mujhe Dar lagtā hai

(আব্বাস তাবিশ ॥ লাহোর, পাকিস্তান ॥ ১৯৬১)

বলার মত কিছুই নেই আমার, ফাহমি
কতকাল যে হয়ে গেল– আমি আর স্বপ্নও দেখি না

hamāre paas sunāne ko kuchh nahīñ 'fahmī'
hameñ to ḳhvāb bhī dekhe hue zamāna huā

(শওকত ফাহমি ॥ পাকিস্তান ॥ ১৯৬৫)

একটা সময় পর্যন্ত আমি তার প্রয়োজন ছিলাম
তারপর; তারপর তার প্রয়োজন বদলে গেছে

ik umr tak maiñ us kī zarūrat banā rahā
phir yuuñ huā ki us kī zarūrat badal ga.ī

(শওকত ফাহমি ॥ পাকিস্তান ॥ ১৯৬৫)

ভেঙে যেতে এলে কেউ– যেন এমন ভাঙাই ভাঙে
দেখলে তার হালত যেন সেই দেখনেওয়ালাও ভাঙে

TūTne par koī aa.e to phir aisā TuuTe
ki jise dekh ke har dekhne vaalā TuuTe

(জাওয়াদ শেখ ॥ সার্গোধা, পাকিস্তান ॥ ১৯৮৫)

নিজের জিনিসপত্র বাঁধছি আর সেই সাথে ভাবছি
যার কোথাও কেউ নেই, সে যায় কোথায়

apne sāmān ko bāñdhe hue is soch meñ huuñ
jo kahīñ ke nahīñ rahte vo kahāñ jaate haiñ

(জাওয়াদ শেখ ॥ সার্গোধা, পাকিস্তান ॥ ১৯৮৫)

না বন্ধুর সাথে, না শত্রুর সাথে
আমার সকল ক্ষোভ কেবল নিজেরই সাথে

na dostī se rahe aur na dushmanī se rahe
hameñ tamām gile apnī āgahī se rahe

(সাহার আনসারি ॥ আওরঙ্গবাদ, ভারত ॥ ১৯৩৯)

আমি যেন এক কাগজের নৌকা
আমার জন্য প্রথম বৃষ্টিই শেষ বৃষ্টি

maiñ ki kāġhaz kī ek kashtī huuñ
pahlī bārish hī āḳhirī hai mujhe

(তেহজীব হাফি ॥ পাঞ্জাব, পাকিস্তান ॥ ১৯৮৯)

ব্যাস! আমার এই একখানা মাত্র দুঃখ আমায় আমরণ ব্যথা দিবে
আমি তারে আরেকজনার সাথে দেখেছি
অথচ আমি এখনো মরে যাইনি

bas ek dukh jo mere dīl se umar var nehī jayegā
usey kisi aur ke sath dekh kar maiñ mar nehi geyā

(তেহজীব হাফি ॥ পাঞ্জাব, পাকিস্তান ॥ ১৯৮৯)

শুধু তোমার ঐ চলে যাওয়াই চিরস্থায়ী
এ বাদে সবকিছুই আমার কাছে ক্ষণস্থায়ী

ik tirā hijr dā.imī hai mujhe
varna har chiiz aarzī hai mujhe

(তেহজীব হাফি ॥ পাঞ্জাব, পাকিস্তান ॥ ১৯৮৯)

কী এমন দোষ করেছি আমি, যার মাফ নেই তোমার কাছে
এই যে কদিন দেখিনি তোমায়
এর চে কঠিন সাজা'ও কি আর আছে?

ham ne aisī bhī kyā ḳhatā kar dī jo qābil-e-māfī nahīñ
tumheñ dekhā nahīñ ka.ī din se kyā ye sazā kāfī nahīñ

(সামির অঞ্জন ॥ মুম্বাই, ভারত ॥ ১৯৫৮)

খোদা তাঁর বান্দারে খুঁজে ফেরে
অথচ বান্দা নাকি তার খোদারে পায় না

aadmī kī talāsh meñ hai ḳhudā
aadmī ko Ḳhudā nahīñ miltā

(রাইস আমরোহী ॥ আমরোহা, ভারত ॥ ১৯১৪-১৯৮৮)

ও আমার বেদনা, তুমি নারাজ হইয়ো না
এই হাসিমুখ আমার বদভ্যাস কেবল

ai ġham-e-zindagī na ho nārāz
mujh ko aadat hai muskurāne kī

(আব্দুল হামিদ আদম ॥ পাকিস্তান ॥ ১৯০৯-১৯৮১)

এই যে আমি আছি, তবু লাগে– কোথাও আমি নেই
এই যে তুমি নেই, তবু লাগে– তুমি আছো সবখানেই

maiñ huuñ bhī to lagtā hai ki jaise maiñ nahīñ huuñ
tum ho bhī nahīñ aur ye lagtā hai ki tum ho

(আহমাদ সালমান ॥ করাচী, পাকিস্তান ॥ ১৯৬৪)

তোমাকে দেখতে এলাম
যেন দেখেই গেলাম, দেখেই গেলাম
আর শুধু দেখেই গেলাম

জানিনা কী বলবো এখন আমি
আর কী-ইবা বলতে এসেছিলাম

aap ko dekh kar dekhtā rah gayā
kyā kahūñ aur kahne ko kyā rah gayā

(আজিজ কুয়েসি ॥ হায়দ্রাবাদ, ভারত ॥ ১৯৩১-১৯৯২)

আমি অপলক চেয়ে থাকি, এমন এক মানুষের দিকে
যে ভুলেও আমার নামখানা কভু নেয় না তাহার মুখে

ek aise shakhs ko Takna hamara
nahi jo naam tak leta hamara

(মুকীল বুখারি ॥ পাকিস্তান)

আমি যাকে পুরো দুনিয়ার বিনিময়ে চেয়েছিলাম
তাকে কেউ বিনামূল্যে পেয়ে গেছে

kisī ne muft meṅ vo shakhs pāyā
jise har qīmat par mujhe chāhiye thā

(উযাইর হিজাযি ॥ পাকিস্তান)

আমি মরিলেও যেন সে পায় না তাহার খবর
খুঁজতে এলেও যেন কভু পায় না আমার কবর

Ḳhudā kare main mar jāū, usē ḳhabar bhī na mile
woh DhūnDe merī qabr, usē qabr bhī na mile

(অজ্ঞাত)

এ কী তুফানের সফর আমার জীবনভর
জমিনে পারলাম না গড়াইতে একখানা নিজের ঘর
সবাইরেই তো দেখি এই জীবনের মজা লুটতে
শুধু আমারই হইলো না সেই সুযোগ জীবনভর

kiyā bādaloñ meñ safar zindagī bhar
zamīñ par banāyā na ghar zindagī bhar
sabhī zindagī ke maze lūTte haiñ
na aayā hameñ ye hunar zindagī bhar

(আনোয়ার শূর ॥ মধ্যপ্রদেশ, ভারত ॥ ১৯৪৩)

শুনে রাখো, হে জালিম
নিজের নসিব নিয়ে তুমি করো না অহংকার
সময় পাল্টাবে ঠিক; আর তা কেবল সময়েরই ব্যাপার
তিনি নিশ্চয়, নিশ্চয়ই শুনবেন আমারও প্রার্থনা
কী ভেবেছো?
(তিনি) শুধু তোমার একার খোদা, আমার খোদা না?

zālimo apnī qismat pe nāzāñ na ho
daur badlegā ye vaqt kī baat hai
vo yaqīnan sunegā sadā.eñ mirī
kyā tumhārā Ḳhudā hai hamārā nahī

(ক্বামার জালালভী ॥ আলিগড়, ভারত ॥ ১৮৮৭-১৯৬৮)

রুখসত'নামা

'তুমি তা জানো না কিছু– না জানিলে
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে'

এই যে, যখন আমরা কাউকে ভালোবাসি, কাউকে নিজের করে চাই আর সেই তাকে না পেলে, কতখানি যে আমাদের ক্ষয়ে যায়, কতকিছুই যে আমরা সয়ে যাই! অথচ এসবের কিছুই হয়তো ঐ মানুষটা ঘুণাক্ষরেও টের পায় না। হয় তাকে আমরা বলতে পারিনি, নয়তো সে শুনেও শোনেনি, আর নইলে সে হারিয়ে গেছে আমাদের জীবন থেকে চিরতরে।

তবু এই যে, আশ মিটবে না জেনেও, কোনো পথ খোলা নেই দেখেও, আমাদের অপেক্ষা কি থেমেছে কখনো? উল্টো এই বলতে না পারা, চেয়েও না পাওয়া, পেয়েও হারিয়ে ফেলা, থেকেও তার অবহেলা— সবকিছুই যেন আমাদের আকুতি, পিপাসা আরও গভীর করে তুলেছে দিনের পর দিন। মানুষটা জানুক বা না জানুক, জানতে চাক বা না চাক, তবুও কবি জীবনানন্দ দাশের মতোই, আমাদের সকল গান কেবলই থেকে গেছে সেই একজনাকেই লক্ষ্য করে।

এই একই অনুভব, জীবনানন্দের জন্মের প্রায় এক শতাব্দী আগে, ভারতবর্ষের আরেক প্রান্তের কবি মীর তকি মীরও তাঁর গজলে একই সুরে লিখে গেছেন–

'গাছ থেকে গাছ, পাতা-পাতা, আমার হাল জেনে হয় ব্যাকুল
জানলো আমায় পুরো বাগান, শুধু জানলো না ঐ ফুল'

ঐ মানুষটা জানলে, কত সুন্দরই না হতো সবকিছু, তাই না! আমাদের হৃদয়ের সমস্ত যুদ্ধের অবসান ঘটতো, সকল বেদনার উপশম হতো। আর এই বেঁচে থাকা এতটাও দুঃসহ হতো না, কোনো মরিয়া প্রেমিকের।

এরপর বাংলার মরমি সাধক শাহ আব্দুল করিম যখন ঐ একই প্রেমে গাইলেন–

'গানে বন্ধুরে ডাকি, গানে প্রেমের ছবি আঁকি
পাবো বলে আশা রাখি, না পাইলে যাবো মারা'

তখন মূলত আমরা দেখি আমাদের সমস্ত আরাধনায়, শয়নে স্বপনে আমরা সেই মানুষটাকেই এঁকে যাচ্ছি, যাকে আমরা ভালোবাসি। আমাদের কবিতা-গানে, ধ্যানে-জ্ঞানে জপে যাচ্ছি সেই তাকেই, যাকে আমরা চাই।

মাশুকের এই অন্তহীন প্রতীক্ষা, নাদান উন্মাদনা; উর্দু কবি পারভীন শাকিরের গজলেও মেলে অভিন্ন স্বরূপেই। তিনি লিখলেন–

'এভাবেই সে যদি আমায় অবিরত চায়
আমাকেই সে লিখে যাবে তার কবিতায়'

আবার ঐ শ্বাশ্বত প্রেমের সুরত একনজর দেখতেই, অলৌকিক বিস্ময়ে হতবিহ্বল কবি কাজী নজরুল ইসলাম; তাঁর দুয়ারে দাঁড়ানো প্রিয়াকে যখন শুধালেন–

'যত দেখি তত হায়, পিপাসা বাড়িয়া যায়
কে তুমি জাদুকরী? বলো, কে তুমি জাদুকরী?'

তখন ঐ একই কাতরতায়, একই আত্মসমর্পনে উর্দু কবি আহমেদ ফারাযও তাঁর আরাধনাকে বারবার দেখতে চাওয়ার মনোবাসনা লিখে গেলেন তাঁর কবিতায়–

'আমি কীভাবে যে বলি আমার প্রাণে কেন সয় না
করবোটা যে কী– তোমায় না দেখলে আমার হয় না'

কী আশ্চর্য মিল, তাই না! ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন দুনিয়ায় বসে কীভাবে এই মানুষগুলো সকলেই একই সুরের, একই প্রেমের, একই বিরহের দেখা পেলেন! সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে চলুন, আরেকটু আলাপ বাড়াই।

উর্দু শায়েরিসম্রাট মির্জা গালিব ইরশাদ করেছিলেন–

'সন্ধ্যে কাটে না, অথচ দেখো বছর কেটে যায়'

ভয়াবহ এক দমবন্ধ অস্থিরতা একটিমাত্র লাইনজুড়ে! যেন বহুকাল ধরে আমি আটকে আছি কোথাও, বাকি সবকিছুই আমাকে ফেলে অনবরত এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ আমি যেতে পারছি না। এক সন্ধ্যেরঙা কারাগার আমার চতুর্দিকে, আমার পায়ে তার অন্ধকারের শেকল। স্বস্তি নেই, শান্তি নেই, মুক্তি নেই! আমার গন্তব্য ছোঁবার ভীষণ তাড়া, অথচ আমার এই বেনামী স্থবিরতাই যেন আমার পথের আততায়ী কাঁটা।

গালিবের এই লাইনটাই আবার দেখুন, আমাদের রবীন্দ্রনাথও বাংলাতে লিখে গেলেন সমরূপে–

'সময়ের সমুদ্রে আছি। কিন্তু একমুহূর্ত সময় নেই।'

বললেন– হাবুডুবু খাচ্ছি আমরা সময়ের যে অথৈ সাগরে, অথচ নাগালে আনতে গেলে সে জলই যেন হাওয়া হয়ে দিচ্ছে গোল্লাছুট। ঐ একই অসহায়ত্ব, একই বন্দিদশা দুই প্রজন্মের দুই স্বতন্ত্র কবির কলমে এসে মিলেছে যেন একই মোহনায়।

ওদিকে উর্দু কবি আল্লামা ইকবাল মানুষে মানুষে বিভেদ, হানাহানি, সংঘাত, হামবড়া অহংকার আর অসহিষ্ণুতায় ব্যথা পেয়ে লিখেছিলেন–

'এক আল্লাহ, এক কোরআন, ঐ ক্বাবাও তো দেখো এক
কতই না সুন্দর হতো যদি মুসলমানেরাও হতো এক'

আর সেই একই আক্ষেপ আর বেদনা থেকে এই ক'লাইনের আফসোস প্রতিবিম্বিত হয়েছিলে আমার কলমেও একদা। লিখেছিলাম–

'ধর্ম নিয়ে বিভেদ কতই, শেকড়ে তো সব একই খোদার দাস
ভালোবাসা ফেলছি ছুঁড়ে, অহংকারের বীজ বুনে, করছি ঘৃণার চাষ'

এবার চলুন তবে খুঁজে বের করি– কীভাবে আলাদা সময়ে, আলাদা জগতে বসেও এই আলাদা মানুষগুলো একই সুরে গাইলেন, একই প্রেমে মাতলেন, আর একই বিরহে কাতর হলেন।

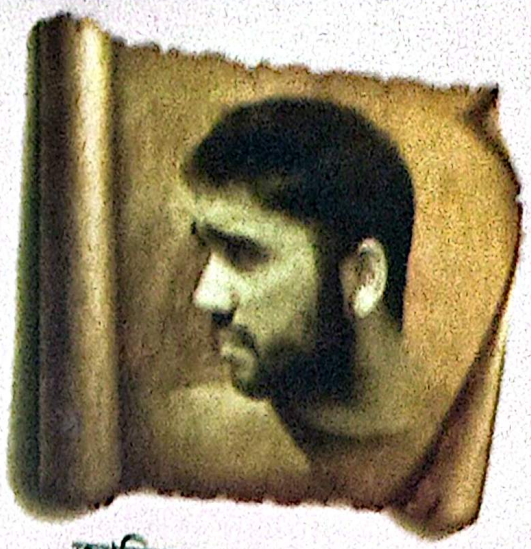
প্রিয় পাঠক!

প্রশ্নের উত্তরটা বেশ সহজই; আর বইয়ের একদম শুরুতেই আমি তা উল্লেখ করেছি। উত্তরটি হলো– মানুষের হৃদয়ের কোনো সীমানা নেই, নেই তামাম দুনিয়ার তাবৎ প্রাণে অভিন্ন কোনো রঙ। প্রকৃতপক্ষে, যারা ন্যূনতম মানুষ আর মানবিক; তারা একই আনন্দে হাসে, কাঁদে একই ব্যথায়, ভালোবাসে একই বর্ষায় আর বিরহ পোহায় একই আগুনে।

সেই সাথে তারা প্রার্থনাও করে ঐ একই খোদার।

-০-

PDF Boier Somahar
Click here to join our telegram channel for more pdf
CamScanner



জাহিদ হাসান ওয়াসিক

একজন তরুণ উদীয়মান লেখক ও অনুবাদক। শব্দ, ছন্দ ও কবিতার প্রতি অনুরাগ তার শৈশব থেকেই, তবে সাহিত্যযাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে প্রথম মৌলিক কাব্যগ্রন্থ "জোছনা মেখো রোদ" (অমর একুশে বইমেলা ২০২৫) প্রকাশের মাধ্যমে। বইটি ইতোমধ্যেই পাঠকমহলে যথেষ্ট সমাদৃত।

চলনবিল ও রাণী ভবানীর দেশের মানুষ ওয়াসিক। বাংলা দিনপঞ্জি অনুসারে নওরোজের এক স্নিগ্ধ সুবহে সাদিকে তার জন্ম। পিতা মোঃ আশরাফুজ্জামান পান্না একজন ব্যবসায়ী, মাতা মোছাঃ ঝুমা খাতুন একজন গৃহিনী। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে ওয়াসিক সবার বড়।

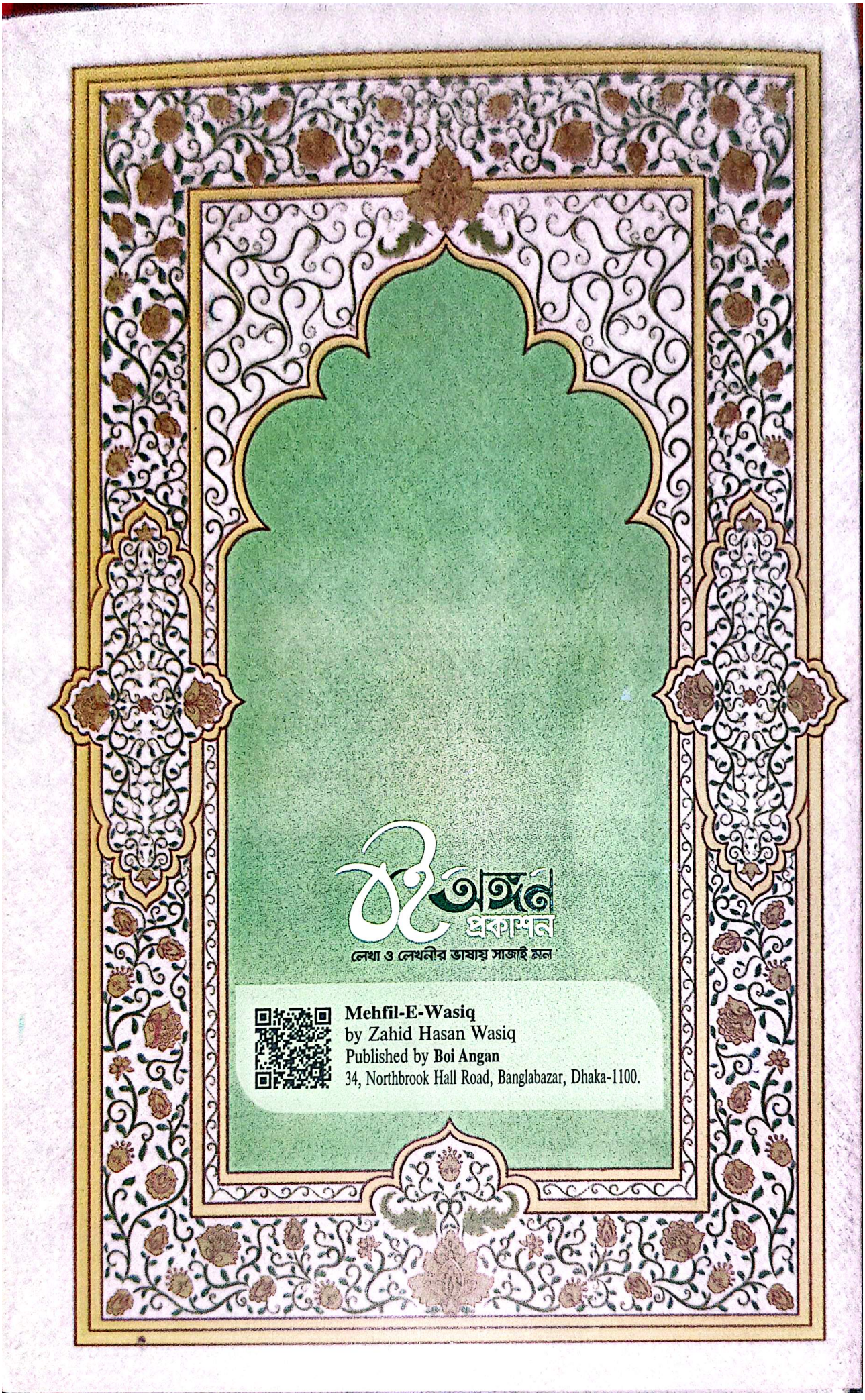
লেখালেখির পাশাপাশি পেশাগত জীবনে তিনি একজন স্থপতি হবার পথে; সম্প্রতি দেশের একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্য বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করেছেন।

জগৎ সংসারের অনাবিল সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান থেকেই বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি উর্দু, ফারসিসহ অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের প্রতিও রয়েছে তার গভীর আগ্রহ।

মেহফিল'এ ওয়াসিক-

লেখকের প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ। উর্দু শের-শায়ারির অপার বিস্ময় পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেবার আন্তরিক প্রয়াসমাত্র।

প্রচ্ছদঃ জাবির মুহাম্মাদ



Mehfil-E-Wasiq
by Zahid Hasan Wasiq
Published by **Boi Angan**
34, Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100.

CamScanner